

PRINTED BY STEADFORTH GHOSE.

পুস্তক

রসবতীর রূপ দর্শনে রূপের সাধুর মুচ্ছা	৩
রসবতীর পতি পুচ্ছা	৮
রূপধরের চেতন	৯
রূপধরের জ্যোতিষ ভেদ ও বৈশেষ বাজবাটী গণনা	১০
রসবতীর সজ্জা	১৪
দাম্পত্য রূপে রূপধরের রাজবাটী গমন	১৭
রূপধরকে ছেড়িয়া রসবতীর বিবাহ বিয়া	২০
ইন্দ্রের মাতলু ও কু	২১
কুলটীর মনসা ও মর্দুর সৌভাগ্য	২২
উভয়েই নিয়া, ও দাম্পত্য রূপধর মন্তক মুচ্ছা	২৪
সাপুর খেদ ও স্বদেশ গমন	২৫
অভ্যন্তরীণ	২৮
রসবতীর নিম্না কল্প ও পতি আনিতে দাম্পত্য প্রেরণ	৩১
নীলকান্তের রূপ ও ইতি যৎসংঘর্ষ ও শ্রিত্য প্রাপ্তি	
দাম্পত্য ও শ্রিত্যর খেড়িত্য দাম্পত্য মতি ও মতি	
শ্রম ও উদ্ভব হিঁড়ে গমন	৩৩
মন্তবতীর সজ্জা	৩৬
দাম্পত্যের নিগমন ওদাম্পত্য ও স্বদেশ গমন	৩৭
দাম্পত্যের অভাবে তদীয়সজ্জার রূপাচার আভিষ্কার	৩৭
নীলকান্ত ও রসবতীর উল্লাসানে ও উল্লাস প্রবর্ত	৪০
পরম স্বদেশের মোক্ষতত্ত্ব বিবরণ ও উল্লাস	৪৭
পুস্তক সমাপ্ত	৮৩

ভূমিকা ।



এই জন্ম মৃত্যু পরিবর্ত্তিমাں জগতে আর অনেকই
 ১) জন্মবশতঃ বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার মুক্তিভূত কারণ
 পর হলাদি সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা না করিয়া কেবল
 সুবর্ণাবলী ভূষাতে ভূষিতা করিয়া সেই সুবর্ণালতাদিগ-
 কে বিবর্ণলতা পাশে বদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। অর্থাৎ
 বর্ণ শঙ্কর সম্বাদনের সম্বাদক হইয়া অপূৰ্ণ গন্ধিন্দ্র যে
 পঙ্কজকুল তাহা সন্ম প্রকারে খল করেন। ইহার ন্যায়
 ২) বালিকারা শৈশবাবস্থার বিদ্যাভ্যাস বিরহে অবিদ্যা
 ৩) প্রসূক্ত যৌবনাবস্থার নন্দিতে অবিদ্যা অর্থাৎ স্ত্রীর পতি
 ৪) পরিহরি উপপতি প্রতি প্রতি করিয়া ব্যভিচারিণী
 হইয়া ঘৃণা জনক হইলেন। অতএব উক্ত তরুণা দিগকে
 নানা বর্ণালঙ্কার ভরণী তরুণা না করিয়া মানা বর্ণাল-
 ৫) ঙ্কার ভরণী তরুণী করাই বৃক্ষগণের শ্রেয়ঃ। আর বিল-
 ৬) ঙ্গন উপলব্ধি হইতেছে যে বিদ্যারূপ রত্নাকর রত্নাকর
 অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট কেননা রত্নাকরে নগ্ন মুক্তা

ঐবালাদি বিবিধ অমূল্য রত্নও আছে এবং শক্তি সম্বন্ধে
কাদি নানা বিধ অমূল্য রত্নও আছে । কিন্তু বিদ্যারত্নাকরে
অমূল্য রত্ন বার্তীত অমূল্য রত্ন নাই । আর রত্নাকরে
অমৃত হলোহল উভয়েরি উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্তু বিদ্যা
রত্নাকরে অমৃত ভিন্ন অন্য উৎপন্ন কদাচ হইতে পারে
না । এবং রত্নাকর হইতে উদ্ভূত যে জ্যোতির্মধ্যাকারি
চন্দ্র তাহা কতক কেবল বাহ্য তামস বিন্যাসকে পায় ।
কিন্তু অহরহ নয় এবং তিনি দুই পক্ষাবলম্বী ও পক্ষ-
পাতী । কিন্তু বিদ্যারত্নাকর হইতে উদ্ভব যে জ্ঞানচন্দ্র
তিনি বিনা পক্ষপাতে রাহাশ্বাস্তরস্ উভয় তামসকেই
অহরহ বিনষ্ট করেন এবং অসংখ্য রসি দ্বারা কদম্ব-
কুল হইয়া চতুর্দশ মার্গ দশাইতে জনগণের হৃদয়াকাশে
বিরাজমান করেন । অতএব এতাদৃশ যে বিদ্যারত্ন ইচ্ছা
স্বারাও দিগকে ব্যক্তি করিয়া যে আপনাদি সঞ্চিত করণে
ব্যক্তি হইতে কি কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না । হাব্য এবং
জ্যোতিষের বিষয় । কেননা যথায় বিদ্যাভাব তথায়
কেননা জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, অতএব যে বিবেক বাহক
বিক্রিয়গেরা আপনাদিগের বিবেচনার অধীনে এ আপন
অনিপট পুরসের নিবেদন করিতেছে যে উক্ত ব্যক্তিক
দিগকে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিতে যুক্তি যুক্ত হউন,
কেননা উক্ত ব্যক্তিকার বিদ্যাবতী হইলে পরমাত্মাদে
পতিব্রতা হইয়া পরম সুখে পরম পরাৎপর পরমেশ্বর
স্বাপ্ত হইতে পারিবেন । যেহেতুক স্বামী প্রীতি প্রীতি
সম্বাদন হইলে, জনক স্বামীর প্রীতি প্রীতি হইলে
সম্বাদনা এ বিবরের উদাহরণ অন্য এ বৈদ্য বিবিধ সুহৃদ
গণের অনুমত্যানুগারে নানা শাস্ত্র আকর্ষণ পুরঃসর এই

ভূমিকা ।

অজিতব সঙ্কীর্ষ সুখানিহু নামক গুরু প্রকাশ করিতেছে ,
যে রসবত্তী বাম্বী নারী বিদ্যাবত্তী প্রায় বিদ্যাবত্তী হইয়া
পতিকপ কপধর শাধুর দূর বিড়ম্বনা হইতে সত্যিক
দুর্ঘোস্তি করিয়া স্বপতি সহিতে তত্ত্ব জ্ঞানের উত্তেজিত
হইলেন । বিদ্যাগোলাহী বন্দোরা এই গুরুত্বের বর্গ বিদ্যা-
সের বিনাশ দোষে রোষ যুক্ত না হইয়া নীর ভ্যাগী
জীরগুহী মবালবত মদীয় দোষ গুণ যুক্ত এই গুরুত্ব
দেখিয়া ভ্যাগী হইয়া গুরুত্ব মহাশয়েরা স্বপ্তনে এই নিষ্ঠ-
গের স্তনে প্রাবদ্ধ প্রযুক্ত দোষ দূরিকরণ করণক গুণগুহণ
করিলে মহত্তর মহত্ত্ব মহা মগুণে সুপ্রকাশ পাটাবেক
বিমদিত জ্ঞানোতি :

পর্যায় : ‘নম হে সক্তিদানন্দ জামিন্দ নিধান । বেদে
কয় জ্যোতির্ময় জগত প্রদান ॥ ক্রান্তি সৃতি অনুমতি
অনুকূল করে । একমের অবিভীত এতিন সংসারে ॥
নৈমিত্তিক ঐক্যিক গৌরবমা বেদান্তে । মাছু পাতঞ্জল
সহে সদা সেই চিন্তে ॥ নানা কপোপনিষদ নানা শাস্ত্র
মতে । নানা স্থানে নানা ভাষে তব কল্পনাতে । পৌরাণ
পুরান খেদ গুণপ গঠনে । কত তত্ত্বে থাকহেন মত্তের
পঠনে ॥ বিবিধ নৈবিদ্য বান্য বহ্য পশু আদি । দান
সুত্রে ধন পুঞ্জ চাহে নেত্রে মুদি ॥ অকপটে ঘটে পটে
বটে বটে সার । একপে গুণপ তব স্বরূপ সাকার ॥ তব
বেলা চিন্তে কিছু নিত্য নিরাকার । নিলা গু জগত ব্যাধ
সত্য সারসার ॥ সত্য রক্ত স্তম আদি তিগুণ প্রকাশ ।
কৃপায় সকলি পায় সৃষ্টি স্থিতি নাশ ॥ ক্ষিত্যপ্তেজ মরু
ধ্বম এই পঞ্চ ভূতে । চেতনাচেতন হয় তোমার কৃপা-
তে ॥ আদিভাদি আদি নবগুহ যারে কয় । তোমার
আজায় সব স্থায় কর্মে রয় ॥ অশ্বিনী আদি নক্ষত্র তব
আজাধীনে । নিয়মে সাপেন কাহা থাকিয়া গগনে ॥ হে
জগদীশ্বর তব অনুকম্বা বলে । অচল সচল সহ মহীতল

চলে ॥ বিশ্ব রক্ষা হেতু নুৎ গেলু কতু হয় । তব তব
 অর্থে মতে পরিঘর্ষে রক ॥ কল কলঙ্কিত বর্ম অরম
 অরহি । রাশী পক্ষ ক্রিয় বাম দণ্ড পল আদি ॥
 কাষ্ঠ। কলা অনুপল বিশল প্রভৃতি । গভীরাত করে তব
 আচ্ছা করে স্মৃতি ॥ কীটাদি পতঙ্গ যক্ষ রক্ষ পক্ষ নক্ষ ।
 বানর কিম্বদ নর দেবতা গন্ধর্ব ॥ আর মুনি হুবি আদি
 যত মহাজন । তোমার কৃপায় সব বুধের ভাজন ॥ তুমি
 তরু লতা গগন প্রধরামুখ ॥ তোমার সঙ্গিচ্ছ কলি
 দ্বীয় কল ফুলে ॥ কূপ আদ্বি। সম দ্রবী জননিবিন্দত ।
 রঞ্জেতে তরঙ্গ তার হয় অবিরত ॥ কে বলে হারিতে কারি
 মণিজন করো তব প্রেমে আচ্ছাদিতে বদন বৃত্ত কর ॥
 তোমার মহিমা শুনে যত জনচক্রে ॥ জনক হইয়া বস
 সেই জলে চরে ॥ কে বলে কেবল বৃদ্ধি রিষ্টি নাশ
 হুইবে । তা নয় কান্দয়ে মেঘ । তব প্রেমভরে ॥ এইরূপে
 জগত্তর করেক বাপার । ইহাতে কেবল তব করুণা
 প্রচার ॥ সর মুলাধর । ওহে নর অশ্রু। তুমি । অরুণ
 মণ্ডলাকার নরভূত স্বামী ॥ আমি ক্ষুদ্রাত্তি কি রূপে বর্ণ
 হারি । তব বর্ণা বর্ণিতে হে বর্ষ বর্ণ হারি ॥

ঐশ্বর্যভূঃ ।

—

ত্রিংশী । গীতার মগরে ঘান, মহারাজ ধনধাম,
 গুণবতী নামে ডাকি তাঁর । ঐশ্বর ইচ্ছার কন্যা, পাইল
 ত্রিলোকধন্য, ত্রীপুরুষ আনন্দে অপার । দিনরাত
 কলা, বৃদ্ধি পাতি রাজবালা, ক্রমে শিল্পে বিদ্যা নানাবিধ
 দেখি তারে বিদ্যাবতী, মনে ভেবে বিদ্যাবতী দাম জন
 ব্যস্ত হন রূপ ॥ কনক রাজ্যের রাজা, কপে গুণে মহা
 তেজা, নীলকান্ত তাঁহার সন্ততি । তাঁহারে বরণ কাণ্ড,
 সমপিতা স্বকুমারী, রাজ্যভোগে রত অজাপতি । কন্যা
 নাম রসবতী, প্রতিভা স্বামী জয়ী, গতি মতি রতি
 পতি পার । যমোজর কটালিকা, তাহারে রাজবালা
 বিজুলিকা আর শোভাপায় ॥ একেত সুবর্ণ পুরী দ্বিতী
 রত বর্ণোপরি, সুবর্ণ বিবর্ণ বর্ণাংগে । বর্ণ যদি হয় বেশ
 তবে বর্ণ সবিশেষ, বর্ণেতে বর্ণনা বর্ণ হবে ॥ কন্যা নামে
 রমা নীতা, কুলম কানন শোভা, পবন বিলাস সঙ্গ
 হুঙ্কার জমাবত, পুঙ্কে মধুবত, তুঙ্কে রস সরস আন
 দে ॥ প্রত্যেকে প্রফুল্ল ফুলে, পাতঙ্গ পতঙ্গ কুর্জে
 লতাঙ্গ শোভিতা শীর্ণ শাখা । যেন মাতঙ্গ আতঙ্কে,
 বাতঙ্কী আতঙ্কী আছে, তার হরান্নিক ভর রাখা ॥ সজপ
 তর নকল, আলি ভরে টলর, দলমল পত্রাদি কটিকা
 মন্দ কিবা ডাক, প্রহ্বাহ শোভা পায়, যুগে হয় প্রাবিত
 নাসিকা । দীর্ঘ হুঙ্কার উপরে, পক্ষ ভরে লক্ষ করে, লক্ষ
 পক্ষ মনোহর । পরস্পর করি আঁঠ, আনন্দে গাইছে গীত,
 ক

सुखदुःखसंज्ञा

[illegible]

ডাবি। হৃদয়বীর নিরীক্ষণে, হৃদয় দল হৃদয়সনে, দক্ষ
কক্ষ হোরি সিন্ধু বাসি। রসবতী দক্ষিণে রসভাষে
রসভাষে, মিষ্টা কেলি মেই, সুরোবরে। সে উদ্ভাসে
নাশি জ্ঞান, সবজার বসে জ্ঞান, জরজার কেলি
দান। একেত্র বিবাহাবসি, নাহি একে জ্ঞাননিধি, এসবতা
চির বিবাহিনী। জ্ঞান মেই সুরোবরে, শরু বিজ্ঞে হলে
বরে, দাক্ষিণী হন উদ্ভাসিনী। বদনের পরানকে
দক্ষিণ তরুর তলে, থাকিতে থাকেনা দ্বায় জ্ঞান। জ্ঞান
দক্ষিণা শাস্ত্র, জ্ঞান জ্ঞানি জ্ঞানকাল, জ্ঞানকাল জ্ঞানকাল
জ্ঞানকাল। এই কপ জ্ঞানি জ্ঞান, জ্ঞানকাল জ্ঞান, জ্ঞানকাল
জ্ঞানকাল জ্ঞান। জ্ঞানকাল জ্ঞানকাল, জ্ঞানকাল জ্ঞানকাল,
জ্ঞানকাল জ্ঞানকাল, জ্ঞানকাল জ্ঞানকাল।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

কৌরবে মৃগ পূনা প্রপঞ্চাদিনিক কবির কবর রূপে লক্ষ্য
হইতেছে । এবং ধর্মের উদ্ধার ঘনং লক্ষ্যের নীচ প্রপঞ্চাদিনিক
কবির হইয় প্রচার নীরখায়া হইলে লক্ষ্যের নীচ প্রপঞ্চ
করিতেছে । প্রপঞ্চাদিনিক লক্ষ্যের নীচ প্রপঞ্চ হইয়া লক্ষ্যের
পালান করিতেছে । প্রপঞ্চাদিনিক লক্ষ্যের নীচ প্রপঞ্চ হইয়া

অনন্তর পূর্ণাঙ্ক সুরজ কবরী মগাক নরনী বিনি
জিনি কৌদামিনী কামিনী কামিনী গজেন্দ্রগামিনী কামিনী
মোহামিনী রজিনী ভজিনী সজিনী সজেন্দ্রে ভজেন নানা
প্রমত্তে কালক্ষেপে থাকিলেন ।

সত্য সুভক্ত (চেতন) ৬

পয়ার । হেথার বেশ কপদর পাইয়া চেতন - রতন
হাস কোথা গেল কামিনী রতন চেতনের নেত্র মজ্ঞ কপ
কি দর্শন কর । নরনে দেখিলে যারে জারে তত্ব কপ ॥
কৌরব কবে কবে করে কে পূর্ণাঙ্ক আশা । হৈল রুচি
এই পার দৃশ্য নারে ভাঙ্গা । জুরে কপের হইতে
শক্তি । আদেতা জুরে বপু একি বিপারিত ॥ ১ ॥ কপ
কপদর করিয়া ছিলেন । আশা কপ ভরিতে করে কবিরে
গমন ॥ গহ বসে ঘনং ভাবিয়া ওখন । কোটিব বেকার
বেশ করিল প্রাণ ॥ টিকি রাখি অঙ্ক পুখী কক্ষ দেশ
পরে । কি ছটা কোটার ঘটা লক্ষ্মী উপরে ॥ পক্ষ
বাস পরিধান মহাবেগে পান । নিরু দ্বায় পবিত্র
রাজ নাম যান ॥ রাজবাটি নিবটহ হৈ সব বসন্ত
উদ্যমেতে প্রবেশিল হয়ে জ্বলন্ত ॥ বসে কোথা খুড়ী
দানী দ্বাঠী লাকুরণী । হৈলে পিলে কেমনাচে বল
দেখি শুনি । তোমাদের ভাল চিন্তা সদা মনঃকণ
কস্তাদের কর্ম কার্য ক্রিয় লক্ষণ ॥ ২ ॥ আন দেখি কুর্টি
পজ্ঞাতা কপণি । গুণাদির ভোগাভোগ সার মাজ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হর, ওই যেসো গজাধর, নয়নেও কি ছেয়না । কেন এত
 কোপে তর, লও চন্দন মানোহর, মুখে বলি হর, স্বয়ং
 সেবা করণা ॥ যদি বল গজাধর, গজা ধরেন গিরোপর,
 এখে ছেরি ভাবান্তর, গজা কইতা বলনা । তবে শুনলো
 উত্তর, তিনি যেমন গজাধর, এতেনকপয়োধর, ভাবান্তর
 তো হোলনা ॥ পুনঃ যদি কহ বাণি, শশি ভূষা শূলপাণি,
 শ'রে জটা অঙ্গে ফণা, কই লেসত তুলনা । বলি শুন
 অক্ষর, মুখচন্দ্রে পাশাসর, শশি ভূষা নিরন্তর, ভিন্ন কিসে
 বলনা ॥ বুঝাগে চুচক তায়, জটা মুগু শোভা পায়,
 নদিকার ফণা তার, কাহতেছে লো দলনা । নিরহ বিতহ
 শুন দণ্ডিতে নানর কলে, শূলপাণি বক্ষস্থলে, ছের
 লো বলনা ॥

সত্যীন্দ্রীর নামে গোরাঙ্গী চন্দনার লুজা :

গজা এই বাক্যেই নামের দুই সখী লজ্জাতে
 চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে
 প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি
 অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে
 জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা
 অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায়
 চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার
 মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি
 প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥
 চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে
 প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি
 অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে
 জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায় চন্দনা
 অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার মায়
 চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি প্রতীকার
 মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥ চিত্তাশ্রিত্তি
 প্রতীকার মায় চন্দনা অধরে জড়ুলি অধরে প্ররমণ ॥

ইহার প্রকৃত্তর আমি গির করিয়াছি গোরাঙ্গা বহিল
তবে বিলম্বে কি কল বয়সিনাকে দ্বারায় নল । এখন পদনা
বসির্মীর বাকে) প্রতিবাক) শয়্যার হুন্দে প্রদান করিতে
ছেন ।

७५५१३ = ६७१ ।

[illegible]

संख्या : १८२३ दिनांक ०५/०७/६९

[illegible]

कथं न भवेत्तु, वा मन्त्रात् विद्विः कथं न भवेत्तु ।

[illegible]

[illegible]

বসন্তী, সম্মানিতা গীতা মতী, তাহে আবার দুষ্ট দশা-
 মন । একে পক্ষ অগ্নি বিনে, জীবন বাথে জীবনে, তাহে
 সূয়া বারি করি লব । একে শিশি মেঘ জামে, মৃগাক কল-
 ক্ষে জামে, তাহে আবার রাহু পীড়া ভয় ॥ একেত কঙ্ক
 ২৫৭, বর্ষি শূন্য একাকিনী, তাহে আবার পণ্ডেতে
 গচ্ছর । একেত পূর্ণিত জল, দৃষ্টি নাহি হয় স্থল- তাহে
 আর কানি মেঘে ভর ॥ একে চিরস্থায়ি রোগ, শরীরে
 হতেকে ভোগ, তাহে হয় ব্যতিক্রম প্রভব । একেত দুঃ বি-
 ক্রান, পৌনঃপুন্য পিত্ত মনে তাহে পুনঃ পৌনঃপুন্য মানবা
 এনে অঙ্গ নিরাসুর, তাহে নিশি তমসক, তাহে যেন ঘন
 শালা পাতা । তাহে হরোহর সখা, দায়বৈল্য আশি রাখা,
 বলিগারে শরীরে মণিবাড় ॥ কে আর কে পৌনঃ বিনে,
 নিক্সর অগ্নিনা মনে, যাহার মন অপরাধ । তাহি নী
 দ্রোহসা প্রতি, যদি কিছু থাকে জীবিত, তবে মন খুঁজি
 প্রমাদ, তবে তবে বিমুখতার, তাহার কি উপায়, উপ-
 পায় তাহার হার তাহা যদি ফেল পর পায় জগুগতা রক্ষা
 পায়, তবে প্রাণ পায় বোধ, তাহা একি জন । তাহা অ-
 ন্যভাবে পুণ্যমজা নৈ, তাহে হয় প্রমোদিত । তাহা পাত্ত
 প্রতিভু তাঁর জর, নে মইল বলা গেল কে তাহার পতি
 পতি ॥ দৃষ্টি, তাহে নাহি স্থল, অক্লান্তে গেল কুলা, কুলা-
 গুলি লোকুলে তাহিল । তাহি নীরে অনুকূল হইল বাস্ত
 দান বুল, নহে স্থল নাশে প্রতিদ্বন্দ্ব । একটা নারী হয়
 তেজ, তাহে মন, তাহে মন, তাহে হয় মননারী নাকো
 মন বসন্তের ফল, নোকে করে উপহাস, নারে পুণ
 দেখা দিতে লাগে ॥ কেহ বলে কালামুখী, তাহে মুখে মই-
 লি মুখ । কেহ বলে ঢালানী ঢালানী । কেহ বলে মইল,

কি বাসাই মুক্ত ছাই, কোন যুগ্মকুল কালি দিলি ।
 মাতা পিতা ভ্রাতা আদি, সকলে হয় বিবাদী, কেহ যুগ্ম
 মা দেহকল দিবে । অক্সোণী পশুর কুল, কেহ বলে যুগ্ম
 কুল, কেহ বলে ভাল যোগ্য শীরে । স্ত্রীলোকের গুরুপ-
 তি, তাঁর নাহি থাকে প্রীতি, সম্মতি গুরুর কোণামল ।
 গুরু জ্যোতী সেই জন, দৃষ্ট হয় সর্বজন, বালাহুতে সা-
 ময় শীতল । ব্রাহ্মণের অগ্নি গুরু, ব্রাহ্মণবর্ণের গুরু,
 প্রতিগা, সমস্ত গুরু হন । সেই কপ মাধীগণ, প্রাণকালে
 গুরু কোনে, ক্রীতবর্ণে সমর্পণে মন । সেই সত্য কুলবর্তী,
 কুল পান্য বিতি মতি, গতি দিনা কি গতি তাহার । এ
 অপার জলনিধি, গার হয়ে গুণনিধি, এনুসারে কতক
 নিয়ম । এই কপ করি মন, বলিলেন যোগাসনে,
 ছেন কালে কালি এক মধ্য । বাস বাগো এক কষ্ট, দূর
 মীত তপসি, হরে কেন আছে বল দেখি । বেশ তুহ
 হেরি তব, জলিত করেতে নং গলিত অন্ধন নেতদ্বয়
 অধরে না ধরে সারা, অক্ষরো ধরে পরা, এ দারি কি
 বাসার আশে নয় । কি ভানে তাবিহু কায়, মালিন হাত
 ছে কায়, সত্য কহ কি যনে উদয় । দাসা কলে একাকি
 তে, কোন বাসনাহি তাতে, সহ বাসী গুন্যে পদ । দাসী
 বাক্যে রাজ সূতা, করিলেন দিগি কৃতা, মনেহ এল
 প্রসুত । ২ । মিত্যা নাহি কেনে, একাল করি কেনে,
 আগে এরে জানা উচিত হয় । পাক্তগণের বাসে,
 সখোতে প্রকাশ মধ্য, লক্ষ হৈতে লক্ষ জানা যায় । পাশ
 বিশ্ব কলকোরে, কষ্টকে বাহির করে, তদ্বরে শুদ্ধ
 পার । ৩ । অনলে বাপে অনল, তদ্বত কলেতে জল, বল
 চিনিবারে পারে ধলে । গালেতে মেসকে লাল, মেস

[illegible]

উপায় সীত প্রসিদ্ধ ও উপযুক্ত। এই রূপ চিন্তায় বসিয়া
হের শলোপান্তে মনোভিমিবেশ করত ভাবিলেন যে,
যদ্যপি দুই বলাৎকার করিয়া আমার সত্যকৃৎ শস্যের
ক্ষয়ভেদ করে তখন কি উপায়ে সুপায় পাইব। এবড়ত
চিন্তানিভা হইয়া ভাবিলেন। যে রজস্বলা সীতার
সত্যকৃৎ আপাতত মঙ্গল লভা স্কর। এই রূপ নানা
বিধ উদ্বেগে মগ্ন হইয়া প্রাণ পণে প্রাণনাথের হানাতা
করিত ভাবিলেন, অতঃ হুয় বেশী সাধুপুত্র সহচারী
এক সহকারে রসবতীর মন্দিরে শয়ন কর্তব্য। প্রবেশ
করিলেন, পরন্তু রসবতী তৎক্ষণাৎ চক্ষুনিব উত্তোলন
করত বিপক্ষে কটাক্ষ দর্শনে দক্ষ কল্পিত রসবতীকে ক-
টাক্ষ করে কটকান্ত হওত কুলকটকে নিম্নটিকার্থে তৎ
ভক্তি হইয়া নমস্কারে মৌনাবলম্বনে প্রাণনাথের সান্নিধ্য
প্রদর্শন করিলেন। সুপ তনয়াঃ অবস্থিত বিদ্যা
পত্রা পঞ্জিনী রসবতীর মাথায়ই তৎস্বাবধারণ করিলেন যে
প্রাক্তর আমতা বলাৎকারের বিবাহাবধি চাকরবতীর সন্নি-
হিত বসিয়া মনঃশয়ন পণের পথিক নাহি হওয়াতে মাজবতীর
পুনঃপ্রত্যবেশ অভিনয়ানুরাগীতাদি ফলের জুগুৎসুক
কারণ সাধারত নব নব মুগ্ধলোভন হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ
প্রাক্তর বলাৎকার দ্বারা অঙ্গোণে মৌন বারি প্রদানে প্রস্তুত
হইয়াছেন। এই রূপ চিন্তাশ্রিতা দাসী গণে মৌন ব্রতে
বসিলেন। অপিচ ভগ্ন বেশী সাধুপুত্র রসবতীর স্বলক্ষ্য
প্রদ মনোভিপ্রায়ে উদ্বাদ প্রায় উদ্বেগ রহিত হইয়া
ইহানী প্রসূত কি উক্তি করিয়াছেন। তাহা বিপদী
চক্ষে নিম্নে নিবন্ধ হইল।

ছেঁরি সমুদ্র, বিনে সুখ শশির উদয়ে । করি কাঁদা
 নজ্জাছাড়া, তিমিরে তর নিপাত, বিদ্যুৎ আসে ।
 তাকাতাক । যদি থাকে অভিজ্ঞান, চরণেতে পরি প্রাণ
 পবিত্র করছে বিরাট । তোমা বিনে জন জেনে, না
 আর নেত্র কোনে, নেত্র কোনে বারেক চেনে কে ।
 মদন মদন জীব, নিকটে না হয় বাস, ভাঙে
 তরঙ্গ পরে । প্রাণ পাটকা তরুণে, দক্ষিণে
 তরঙ্গ কর নিভু করে । আরনা মন্থিত পাটকা
 এক নরিং, পঞ্চ শরে কল্পিত জদয় । কিসে
 প্রাণে প্রাণ, পর প্রাণ নচে ধরি, নিরাশ্রয়
 দেহে আশ্রয় । মনি মনি এই বাক্য, জন্মের
 কালে কালে, কুল রাগে । মনি মনি
 এই বাক্য, জন্মের কালে কালে, কুল রাগে ।
 মনি মনি এই বাক্য, জন্মের কালে কালে, কুল
 রাগে । মনি মনি এই বাক্য, জন্মের কালে
 কালে, কুল রাগে । মনি মনি এই বাক্য,
 জন্মের কালে কালে, কুল রাগে । মনি
 মনি এই বাক্য, জন্মের কালে কালে, কুল
 রাগে । মনি মনি এই বাক্য, জন্মের কালে
 কালে, কুল রাগে । মনি মনি এই বাক্য,
 জন্মের কালে কালে, কুল রাগে ।

[illegible]

চক্ষু, পঞ্চকু পাইব বিনোদিনী । যে খেদ রহিল মনে,
 কে জানিবে পর্যা জানে, হলে খিয়ে পতি সঙ্গাভিনী ॥
 এই কথা শুনি পুত্র, একাশে ছলের স্তম্ভ, স্তম্ভ স্তম্ভ যোড়
 করে করে দ্বারা পরিগৃহ হলে, আর গৃহ নাহি চলে,
 তাই যে দেগনার মহাশয় ॥ নিজাদিব এই বাণী
 শুন শুনে গুণমণি, সহসা করিলে কোম কৰ্ম । সন্ন্যাস
 পদ লভে, পরম আপদ প্রাপ্ত; এই কথা সহসার ধম ॥
 অতএব সহসার, সৰ্ব কৰ্ম ভগুপায়, করে ধৈর্য্যাবলম্বন
 কি আর কাহর বিধি, তুমিতো বিদ্যার নিধি, সবিন্দ্য
 হইল বিচক্ষণ ॥ তব তুল্য গুণ বান, কোথায় কে আছে
 জ্ঞান, বল ও বিশ্বদন ॥ কি আর বলিব আমি, তো
 মার তুলনা তুমি, গঙ্গানীরে গঙ্গারি অর্চন ॥ দেখ
 কবি কার্নীদাস, বেশ্য হলে পুণ নাশ, হয়ে ছিল বাক্য
 উপক্রমে ॥ সে কন্যা তব তুলনা, সে যে হলনার ॥ গঙ্গা
 তুলি মনে মনে কামন ॥ পণ্ডিতের যে লক্ষণ, সুলক্ষণ বিল-
 ক্ষণ, সেসময় বোঝাতে পুকাশে ॥ তুমি অতি দ্বির ধীর,
 তব তুল্য নহে নীর, দৈতু মেয়ে অস্তির বাতাসে ॥ অপি
 নীরে চতুর্দণ, তেন যদি চতুর্দণ, তবে গাই তব স্ত
 তয় ॥ তব গুণ এক মুখে, এ পাপিনী কোম মুখে বর্ণি
 করিতে ক্যা কর ॥ কে পারে বলিতে কাল, তোমার
 গুণের অম, গুণিগণ মধ্যে গণনিত ॥ কত শত নারীগণে,
 কত শত পতি দানে, অনারত হয় ইচ্ছানিত ॥ সেতেরে
 বিদ্যাবান, তুমি তার ছন্দপতি, মেডাল পূজিছে পদ
 পাত ॥ তব পদে নহে অর্ঘি, সন্তানে হয়েছ স্বামী
 তাই নান আম জাগরতী ॥ বিবাহ অবধি মথ
 নম গণে খাতি দেখা, নাথ হে অদ, কি সপ্তভাত ॥ পদ

অমার্জিত কত, ছিল পুণ্য শত শত, সেই/জনা মিলন
দেবাত ॥ এবে অভাবের ভাব, বাঘনের তন্দ্রা লাভ,
সীতকের দূর্য্যট ঘটন । কি সদয় সদাশয়, আছে না পার
অনন্দ, নিরানন্দ গেল প্রাণ বন ॥ অহ্লাদ রাগিবার
স্তান, আর না থাকিত প্রাণ, কেনা ছে বিধি দিলে
দাশা । নাছি হৈত খত যদি, জানা প্রতি প্রতি বাদী,
তবে হৈত সোণায় সোহাগা ॥ শুনি নাদু এই বাক্য
আর নাছি ক্ষেপারে বাক্য, শুদ্ধ করে ওবে মনের । এমন
নাম, নারী, কথার ভুলাতে মারি, জায় কার্য মাথির
মনে ॥ বচনে হিরেব পার, ক্ষেপে যেন কীরবার,
সেবার নানিতে যার কই । কে ধরে এ খর গারে, বিধি
প্রাপ্তে, কি পাবেতে এর পার সই ॥ কিছু এই
বল, রমণী অতি নরল, ছলেতে যদ্যপি ভাষ
হয়ে । যে করে ক্ষতপালন, পাইলে সুমিত্র জন, তদন
আশ্রয় দ্বন্দ্ব তোমো ॥ অতএব কোন মতে, পারি নছি
মনাইতে, ওবে পুনরে অভিলাষ । নছে পরিশ্রম যাব,
আমানত হৈল মার, আশার মইল উদ্ধৃপাস ॥ আশ্রয়ে
পড়ে প্রসিদ্ধ সুনামো স্বকার্য সিদ্ধ, সেখি মারি কিছা
পারি । কেবল কঠিনে পাতন, মত্ত করিলে সানন । সেউ
কি কেহু পার তারি ॥

স্বাক্ষর ॥ নাদু বলে সুধাদুখী সুমাই (ভোমানে)
লেলে কি পারি তার সতী রতী দান করে ॥ নিতান কৃতান্ত
বহু দুরন্ত মান, কত দুঃখ আশে প্রাণ রছে । ততক্ষণ
নেছি সমুত্তি বামা প্রতি যেন স্নেহীতি । প্রেক্ষণ পাত
তাল ওলো রত্নবর্তী ॥ অনুরে অনুর নখে বস তাল
সি । ভাব রাখা ভাব কোথা শিখেছ কপমী । নাদু

সতী রমণীর গতি মতি পতি ॥ পতি বাক্য লঙ্ঘন কি
 উহার শক্তি ॥ পতি আনাহিকা সতী পতি পরায়ণী ॥
 পতি সুখে সুখী পতি দুখেতে দুঃখিনী ॥ পতি ইচ্ছায়
 ইচ্ছাবতী পতি আশে আশা ॥ পতি বান সতীর বা কি
 আছে ভরণা ॥ অতএব বিনোদিনী বুঝেছি এখন ॥
 আছে বুঝ কেহ ভব-মনোমত্ত মন ॥ তাঁরে বুঝি মাপি
 আছি মনপ্রাণ মন ॥ নহে কেন আমি প্রতি এত বিভ্রম ॥
 ছিছি প্রাণ কার প্রাণ করে দান দিলে ॥ যে ভোমার
 অনুগত তার কি করিলে ॥ এই কথা শ্রুত মার রমণী
 কর ॥ স্বামী অনুগত আমি কেন মহাশয় ॥ নানা রঙ্গ
 দান তাই কর নানা ছল ॥ অবলা মরলা আমি তাহে
 কলবালা ॥ শঠতা বৃত্তিতে নারি অল্প বুদ্ধি নারী ॥ পতি
 ভিন্ন অন্য জনে নেতে নাই ছেরি ॥ পতি মম পান
 জ্ঞান পতি কুলমান ॥ পতি পান পয়ে আমি মণিপ্রাণ
 প্রাণ ॥ পতি পরায়ণী হই পতিব্রতে মতি ॥ তাই লোকে
 বেশে নোরে পতিব্রতা সতী ॥ এই বাক্য শ্রবণ শাপ্ পুন-
 রপি কর ॥ বেল কুলটার ভাব বোকা ভার হয় ॥ পতি
 হস্তা কান্তা তুমি পতিব্রতা কিসে ॥ মুখেতে অমৃত ভব
 জামি পূর্ব বিমে ॥ মনোমত্ত জনে মন করেছ অগন ॥ কুল
 কুমারি জনে কিবা প্রয়োজন ॥

রমণীর মামাংসা ॥

গদ্য ॥ মাদু সূতের প্রভারণা প্রস্তাব শ্রবণান্তে ভূপা-
 ল ভমনা তাবিনান ॥ য এই ছলগুহার তমূল চল তরুটি
 মমূল সান্ন্যস্ত বিনাশ না করাতে উহার কল কৌশলে
 আমার কুল লত, সকল দিকল হইতেছে ॥ যেহেতুক
 আমি বিশেষ রূপে এই প্রভারণার প্রভারণা অর্জন

হইলাম কিন্তু এই বন্ধক ইহাই জানেন যে আমি রাজ-
বালাকে অবশ্য পাইয়া ছলে দলে কলে কোমলে উত্তম
চাহুরী করিয়াছি এবং যেমন স্বজাররা স্বশরীর বতি-
মুত করিয়া লোভনে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক কোন বি-
বরে অর্থায় গন্তে যন্তর প্রবেশ করেন। প্রজ্ঞা দ্বারা
থাকে। প্রজ্ঞা এই সাধু পুত্র। অতএব ইহার চাহুরী
বিনাশ করাই আমার উচিত ॥

রসবতীর উত্তর।

ত্রিপদী ॥ কহে সতী রসবতী, শুনাছে সুদভী পতি,
সবুকের বাধা বট তুমি। স্বকায় করিতে মিলন, কর ছল
প্রসিক। নারী বন্ধে কি বুঝিব আমি ॥ বারবার বর
উত্তর, বারবার এ-দেহ যুক্তি, পতি আত্মা করে অতিক্রম ॥
কহে সারথী ধর্ম, এই কি পতির কর্ম, কিন্তু ধর্ম নগের
বিপাত ॥ দেখে করে তাঁর ধর্ম, তার বিধে এই ধর্ম,
ক্রোধেই মর্মভেদী হয়। বুঝেছি তোমার ধর্ম, রাজা-
রের রথ ধর্ম, বুঝা যোকে বলা ধর্মী কয় ॥ পুনঃ পুনঃ
বর ভাই, আমা প্রতি প্রতি নাই, যাচ্ছে দেহ অনামত
জন। তাহা কতু মিথ্যা নয়, সত্য বটে মহাশয়, একাংশে
কি আছে প্রয়োজন ॥

রসবতীর বাক্যে নবু গুণের আশ্চর্য

জান শুদ্ধি ॥

গদ্য ॥ ভগ্ন বেশী এই কতিপয় প্রেমের মদর্প প্রাপ্ত
নায়েই আত্মলিক চাকলা মনা হইয়া ভাবিলেন যে
রসবতী যক্রপ প্রত্যন্তর প্রদান করিতেছে ইহাতে অনেক
ক সন্ধিগ্নই উপস্থিত হইল বুঝ হিতে বিপরীতই ঘটিল।
কি জানি বুঝি আমার শঠতা রত্ন রসবতীর শঠতা কতি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রভুর পরীক্ষা দ্বারা সম্যক শঠতা রসবতীর গোচর
হইয়াছে নচেৎ আমি প্রতি রসবতী এতাদৃশ পুতাতর
পুতাত করিত না যাহাউক ইহা বিশেষ রূপে আমার
জানা আবশ্যক এবদিশ ভাবনা প্রযুক্ত সাম্প্রসৃত ভূপাল
মালার প্রতি পুনঃ কহিতেছে ॥

উত্তরের উত্তর প্রত্নতর ॥

সাক্ষ পত্রের প্রশ্ন ও রসবতীর উত্তর ॥

- পু। মনঃগত পুর কেবাহে তব ।
উ। দেখনা ভাবিয়ে আমি কি কর ॥
পু। তাপনি জানিলে কে কহে কারে ।
উ। জেনে না জানিলে কে পারে তারে ॥
পু। আমি কি তোমারে চাতুরী করি ।
উ। কেমনে জানিব অবলা নারী ॥
পু। অনুভবে ভাব বুঝে দেখনা ।
উ। জ্যোতি লাগ্ন আমি জানি না ॥
পু। আমি কি জানি জ্যোতিষ চর ।
উ। তান্না হৈলে কহতা গমন হয় ॥
পু। জ্যোতিষ বাণে কি হয় না আশা ।
উ। পতি দীনে আর বার ভরসা ॥
পু। আমি কি তোমার স্বপতি নয় ।
উ। নম রক্ষণা তবে কি হয় ॥
পু। হাতু হৈল বলে পতি কি পুর ।
উ। ব্যাধে গেছে জানা সে তদন্তর ॥
পু। কেমনে জানিলে চাই জানিতে ।
উ। তীর্থ যাত্রা কথা প্রশ্ন করাতে ॥
পু। কে কেবল ভবে ছলনা তব ॥

মজা সন্দ্বানিকুল

- উ। তানা ঠেলে ছল কিমে জামিন ॥
 পু। তবের কৈন আগে দিগে জামিন ॥
 উ। কি আশার আগে ঠেলে বিশাস ॥
 পু। যামী ভাবে তুমি কলিলে কথা ॥
 উ। মধোঃ তার বপন, গাঁথা ॥
 পু। তবেত বপন জান কপসী ॥
 উ। সে দোষে আবারে না কর দোষী ॥
 পু। যাহক তুমিলে চাতুরী বট ॥
 উ। তুমি কি চাতুরী জাননা শঠ ॥
 পু। জানিলে কি তব থাকিত কুল ॥
 উ। কুলট বিনে যে কে ছাড়ে কুল ॥
 পু। বলাৎকারে যদি করি শৃঙ্খার ॥
 উ। নপতি পারে নু না তুমি কি ছার ॥
 পু। মনঃ বারণ না মানে বারণ ॥
 উ। শুকবন্ধু কিবা বলে হরণ ॥
 পু। তানা হলে কিস পাইব রস ॥
 উ। নৌকা রস বিনে হয় কি রস ॥
 পু। হরে এখন ধনী আবেশ ॥
 উ। এক কাত কভু কি তাগি বাজে ॥
 পু। দুঃ হাতে নহে বাজাও ধনী ॥
 উ। কৈতে নিকটে সে গুণমণি ॥
 পু। কেহ কি পারে না বিনে সেজন ॥
 উ। সত্য হু মধোর কল যেমন ॥
 পু। সত্য হু মধো কি দাওয়া নাই ॥
 উ। পানি ভেদে তাহা হু হু ভাই ॥
 পু। আমিত সুপতি বড়টো মনী ॥

- উ। কিচিহু তাহার বলহে তুনি ॥
 পু। দ্বারত্ব করেছি তোকেছি মানি ॥
 উ। স্বকার্য সাধনে কে চাহে মান ॥
 পু। যে কথা কহিলে অন্যথা নয় ॥
 উ। অন্যথা কখনে কি জানা দয় ॥
 পু। যাহক তুনিলা সামান্য নয় ॥
 উ। তুনি কি সামান্য হে রসময় ॥
 পু। কেন ধনী আর দিতেছ লাজ ॥
 উ। দরিদ্রের নজ্জা কি রসরাজ ॥
 পু। আনি যে দরিদ্র জেনেছি পুণ ॥
 উ। বাচঞার দ্বারা হইতেছে জানি ॥
 পু। কাতর হৈতে তবে দয়া কি ॥
 উ। পতির অপেক্ষা করিয়ে থাকি ॥
 পু। তাঁর আজ্ঞা দিনে হবো না পুণ ॥
 উ। পর ধন পরে কে করে দান ॥
 পু। পর ধনে ধনী তুমি কি তিমি ॥
 উ। তিনি ওন পতি আমি যাকি ॥
 পু। তবে কে পূরণে সমাধিনাথী ॥
 উ। জেনে কি জাননা দরিদ্রের আশ ॥
 পু। বল দেখি তবে ওনি সুলভী ॥
 উ। ওন হুই নিবেদন করি ॥
 রসবতীর উক্তি ॥

শ্লোক ॥ উথায় করি লীলন্তে দাতারীনাং মনোরথ
 বালা বৈধব্য দক্ষনাং কুল স্ত্রীনাং কুচ তরব ॥

অর্থ ॥ দরিদ্রের মনো আশা পূর্ণ নাহি হয় ॥ মনে

জীবন সুখানুযায়ী

আশা মনে মিলাইবা রয় ॥ তুল্য তার বানিকার বৈধ-
দ্য দশার ॥ আপনি উঠিয়া তুমি আপনি মিলায় ॥

করএন এই কথা দরিদ্রের স্বীতি ॥

কেননে পূরাই আশা আমি কার্যমতী ॥

শাপ পুষের উক্তি ॥

অনিত আপ ॥ মনিনে, শাপ করে, প্রাণ শিখে
অত্র ॥ দরিদ্রের দেহ যেই দাত মৌ, মাত্র ॥ ঈশ্বর
পুত্র, রাখে প্রীতি, মৃত পুত্র, মারা ॥ নরী জীবের আত্ম
ভায়ে, পুত্রাশিরে দয় ॥ সেই জন, গুণিগণ, চানেন জন,
মান্য ॥ শুন ধনী, সুবধনী, এই বান, বান ॥ শতএব,
যেন ভাব, কই তব, দেপি ॥ কখনের, মরি পবে, ম-
জোরের, থাকি ॥ কোথা দয়, কোথা মায়, কিসে কত,
বৈ ॥ আশা দানে, এনে বেনে, যেন পুণে, জর ॥ পায়
শত, শাপ কর, এই মনে, যেন ॥ মর্জ প্রত্যক্ষ মন
বুঝ, মন ভক্ত, হবে ॥ মন বাদী, কর্মভেদি, মর্জভেদি
কথা ॥ মন, ভাব, নাজি মরি, বীচা তাঁর, দৃষ্টি ॥

জগৎ তনয়ার গুণাপু তনয়ের উত্তর পুত্রবর ॥

মক পয়ার ॥ মন দীক্ষনে কি, সুখ ॥ স্বীতি শিখে
কি, মতি হটল পিছু ॥ ভাল দীক্ষা কর দান ॥ মতি,
কি, শিখা তব বিচক্ষণ, জান ॥ তব মৃত পুত্র মন ॥
মন, শাপ পাতারেছে গিরগতে মান্য ॥ তুমি বুঝে
বুঝে উঠ ॥ মনে কেন হেন উক্তি হবে আমা পুত্র ॥ একি
বন মন মন ॥ মতি পুত্র উপপাত হয় কি মন ॥ তব
কথা অনোচিত ॥ পবদারের কব আশা একি বিপরীত ॥
একি পুত্রের কর্ম ॥ পাচিরে নাজিতে ইচ্ছা বদান্য
কথা ॥ শাস্ত্রে দেখে দিচ্চামন ॥ পর শ্রী করিবে জননী

সত্যসত্যসত্য পর ধনে নোন্ট বতর দি দেবিতের মন
 পুণি আপনার মত ॥ শুভ হে সূজন ॥ সেইত পুণ
 যার এক জনে মন ॥ তবে সাক্ষর মন্দন ॥ কল শুভ
 সামুখী করি নিবেদন ॥ আর আত্মসকল পুণি কেবা ভ
 খাচ্ছে পর বল বিনোদিনী ॥ সে কি পরদার করে
 বদারা সবাই তার দেখে মনে করে ॥ কেন রাখ য
 খেদ ॥ স্বস্তী মনে দিছারে ব কে কবে নিবেদ ॥ না
 রব অনাবাস ॥ অনুমতি হয় যদি নিজ কার্য সা
 রসমর্তী রস ভরে ॥ কৃপা কটাক্ষেতে ছের পাখি
 নরে ॥ দেখ বিচ্ছেদ পাড়িত ॥ কেন জাব কর প্র
 তিতে বিপরীত ॥ তবে বিচার কেন ॥ তদন থাকি
 কেন দুখাতি বদন ॥ ভাস পাইতেছি মাচই ॥ বগ
 থাকিতে খেন পাবুয়ের তেজ ॥ যেরা লইন অশ্রু
 তারে মিরাপুর করা উচিত না হয় ॥ দিই কাহার দে
 লাই ॥ রক্তকে ভক্ষক ছলে তার রক্তে লাই ॥ কি
 পাইব নিদার ॥ বাজার দুখিত ৷ তবে এক আবিচার
 এই প্রত্যত্তর শুনি ॥ বিনয় বচন ৷ তবে এক বিনোদি
 ন ॥ মন অবিচার নটে ৥ অবিচার না পলে বি
 দায় ঘটে ॥ হয়ে রাজার মন্দির ৷ অবিচার কার ব
 তে শুভমনি ৥ রাজ বিচার লক্ষণ ৥ দুটোর আর
 নট শিক্টেরে পালন ৥ দিবে তুম্বারের দন্দ ৥ মি
 তুমিবে আর আরি মুক্ত পণ্ড ॥ মন সে বিচার কোথ
 তা হলে কি ব রক্তে থাকিত চেলা ॥ মাথ এই
 বাক্য শুনে ৥ রসমর্তী প্রতি কবে বিচার মন্দন ৥ প্রি
 করি নিবেদন ৥ লক্ষ্য বসতি ছিল বাহ্য দানন ৥
 আরাগের মীতা নিল ৥ এক রমনীর আবেদন শু

দিল ॥ এবং স্ববংশে বিনাশ ॥ আর কিছু বলি শুন
 পুরিয়া প্রকাশ ॥ এক রমণীর আশে ॥ দৈত্য কুল রসা-
 ন হৈল অনায়াসে ॥ একটা যুদ্ধ কিবা হার ॥ লজ
 ৩ হলে পদে মণিতাম তোমার ॥ যাব পীরিতেতে
 তিহ ॥ তার কি মরণে ভয় হয় রসবতী ॥ যদি মৃত্যু ভয়
 হত ॥ তবে কি এ অনুগত ছেতায় আসিত ॥ পুনঃ স্নান
 বনোদিনার ॥ কহি কিছু মহতের শরণে কাহিনি ॥ চক্রে
 গজ করে গুণ ॥ তত্রাচ চক্ৰাল গুহে জ্যোৎস্নার প্রভ
 ৭ ॥ বৃক্ষে যে ছেদন করে ॥ দেখহ তথাপি বৃক্ষ চায়
 দেয় তারে ॥ এই মহতের নীতি ॥ অতঃপর যান
 হাজা কর রসবতী ॥

রসবতীর উক্তি ।

পয়াব ॥ মতী বলে নটে এই মহতের নীতি ॥ আশ্রয়
 প্রদান করে মলকারী প্রতি ॥ কিন্তু দেখ নীতি শাস্ত্রে
 বিধি চমৎকার ॥ ভুজঙ্গ পোষিলে হয় আগুন সংহার ॥
 কাননে কটক বৃক্ষ করিলে রোপিত ॥ সর্ববন হয় তার
 একটিকে বেষ্টিত ॥ নীচ সংসর্গে ইষ্টম নীচবৃক্ষে আর ॥
 উচ্চমের উন্নমতা থাকে তার দায় ॥ পীযুষ বৃক্ষে গোবৃ-
 কোৎ মাত্র দিলে ॥ নষ্ট হয় পয়ো ঘট শাস্ত্রে হেন বলে ॥
 সেই মত গজোদকে কপোদক হয় ॥ বিযাক্ত অমৃত পান
 মরণ নিশ্চয় ॥ তুঙ্গপ প্রকার হয় দুট্ট সহ বাসে ॥ অশ্ব
 তরা গর্ভধারি আপনারে নাশে ॥ অতএব দুট্টে কল্প নাহি
 দিবে মূল ॥ তুঙ্গক কইতে দুট্ট বাথক্ট প্রবন ॥ তাঁহি
 যন্ত্রেতে বশ হয় সর্পচয় ॥ দুট্টেতে করিয়াও বশ নাহি
 শকা হয় ॥ তাই তরাই তোমায় মণিতে আশ্রয় ॥ উপ-
 পাতি প্রতি প্রতি মতী ধর্ম নয় ॥ পাতি আশ্রয়িতা নারী

যেই কুলবর্তী অরুণ কপন প্রীতি হয় অন্য প্রা
 য়ার। দেখে পূর্ণ শনি প্রভাহ উদয়গাতার। ক্রীড়া
 লোভি তারাতে কেহন ॥ তাঁদের বসন্ততে মদ্য
 কাণ্ড হয় ॥ তাঁদের কি কলুওহে জগা বোধ হয় ॥ ই
 রূপজিহ্বা পদে সঙ্গিতাচরতি ॥ বতি কীন্তে তাঁহা
 নারিঃ জয় মতি ॥ জান তব ভাজে যদি খনি খনি প
 হুতাপি সত্তীতে নাহি পতিততা ছাড়ে ॥ পতিত
 এই পূর্ণাপর বিধি ॥ তাহে প্রতিক্রিদি কেন হু
 নিধি ॥ কেন যিহে শূল সম নিধিতরচন ॥ বা
 আন। প্রতি করিছ কৌপণ ॥ দেবদে। বন্ধর বন্ধ
 আর নরে ॥ কেহ সুখী নহে ওহে উপপত্তি করে ॥ ন
 স্থানে নানা দণ্ড হয়েছে মহার ॥ লবিদ্যার জান মন
 জানার আর ॥ উচিত না হয় বল। দেবের চরিত্র ॥ ন
 চরিত্র কিছু শুন মাস পুত্র ॥ যেই নারী পরিহারি জ
 নার পতি ॥ অন্য পাশে অনারাহস সুখে দেয় রি
 দেবের অহরকারে হয়ে উন্মাদিনী ॥ কন্য পক্ষ ১৩
 করি হয় শিচারিণী ॥ ক্রমে যত উপপত্তি করে শয়
 ক্রমি নারী পায় কান বৃদ্ধি হয় বেদ ॥ যেমন জন
 কৃত পতি কর দান ॥ তত প্রজুলিত হয় নাহি মিত্র ॥
 এই ত যে কুলটীয়া প্রায় মিত্র ॥ দূতী বচন নিরো
 দিগারহাঙ্গ ॥ কৃতীরা কৃত্য হয় জুবহার শের ॥ ন
 দিগার মারিদারে ক্রমে নানা দেশ ॥ ১৪ ॥

কুলটীর যন্ত্রণা ১৪ ॥ কুলটীর যন্ত্রণা ১৪ ॥
 বকটী গদ্য চন্দ্র গদ্য করিয়া কহিওছেন
 শাপমুক্ত শরণ করা ॥ ১৫ ॥
 এই সকল কুলটা শ্রীগণের পবনর শেষ প্রকাশ ॥ ১৬ ॥

সত্য-সুখালঙ্কার

ইয়া এই কলঙ্ক ক' চিন্তা করেন। যে ছাব ছাবি কি
 কুর্য করিয়াছি। পূর্বে উত্তর কালনা বিবেচনা করিয়া
 গীতনাহংকারে অজানতা প্রযুক্ত প্রাণপতির প্রকোপে
 ক্লান্ত পানকে পতিত হইতে চাইল। হারং কামি
 ও পাপিনী কেন স্বকরে বিবাহের পরিমা কলকুটি পাণ
 রিমান। যদি প্রাণকাতুর পদ প্রাপ্তে স্বরূপাণ
 নিকিতান তবে ইহিকের ও প্রায়ত্নিকের যে দুখ তাহা
 প্রোগের কোন উদ্বেগ থাকিত না। হাইউক বেন মার
 কোন রতনী অভাদশ ভ্রম বশতঃ যৌবন মনে মত্ততা
 প্রযুক্ত প্রাণনাথের অগ্রিয়া না হয়। এবং তার
 কান রমণী বেন অকুলে কুল মপিতে স্বচেষ্টা ও শী
 তা শীলে কুমন্ত্রের অনুশীলন ইচ্ছিতা ও মানকে পাপে
 শীতে নিয়োগে মিয়োজিতা ও জ্ঞান প্রদীপে অজান
 প্রসবনে জন্মোষিতা ও মনকে মুক্তিভূত বরণে জা-
 নকীত ও প্রজ্ঞাকে বিহর্জনে কাম্বিতা ইত্যাদি ক্রিয়া
 প্রসব না করেন। কারণ এই সমুদ্র ক্রিয়া প্রাণের দু-
 পার কলক দেখিতেছি এন সিন্ধ ভাঙ্কন প্রযুক্ত উত্তর
 প্রোগের দিক পার অর্থ টুকান করে করিয়া ভি
 লকথ মানাসেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাহাতে গার নি
 সেনি অপার মায়াগণ সকলেই প্রৈ বৈকরণগণের কাহাকে
 দখিতে পাইলে পরস্পর বহেন। যে গুহে ভাই গৌ
 বৈকরণী বেটী বরম কালে বড় রূপা ছিল দেখে যে দুখের
 ভ্রামাতে আপন হাসিতে নাগর কুল নাশিতে থাকি তাহে
 তাই একগে সেই মুখে জয়ং হরি চাট্টা খেতে পাই গো
 ও একগা কি লঙ্কার কথা শুনিতে পাউ। হাছা এত
 সমুখে দেখে সমুখে হাসি রাখিতে পারি না। দায় কি

(আশ্চর্য) পূর্বে এই বৈষ্ণবী যে ক্ষেত্র লক্ষ লক্ষ ৮
 গনের প্রাণ অনায়াসেই বিরহে বিদীর্ণ করিত। এ
 সেই ক্ষেত্র প্রক্ষেপ ক্ষেত্র লোমোৎপাটন অর্থাৎ
 লোম শূন্য হইয়া পিঁচটিতে চন্দ্রবদ্য পরিপূর্ণ হইয়া
 হায় হায় হইলে তার কি এই সমাধি ঘটে আবার
 কেহ ডাই হে বেটীকে দেখে এখন ভয় করে। কেহ
 বীণা যথার্থ বলিয়াছে হেমদেবী ধিরে ২ ওতবদ্য
 নের নায় সাড়িতেছে কুন্ডি ডাইনের মন্ত্র তন্ত্র জানে
 কেহ বলে ওহ ভা কেন হে তখন ও বৈষ্ণবী ওত
 নিষ্কর নায় শোভিত মানা থাকার ঐমিকগণের
 পতঙ্গ পাতে ক্ষান অনবরত রত থাকিত একগে শ্রেই
 দ্বন্দ্বভাব বদনের ত্যাদন প্রাণী হইয়া কর্মকানন
 তার মত নরক্ষণ সাক্ষর হইতেছে। কেহ বলে র
 প্কারস্থার স্তাবই এক আবার কেহ কেহ হায়
 বৈষ্ণবীর পয়োধর ঐম রাভ্যার রাজা হইয়া আন
 বৃদ্ধ ঐমিক প্রজ্ঞাণের কর মিকরেই গৃহণ করিত এ
 নে সেই পদযাত্র করীভাবে রাজধর্মের কর্মে মগ্ন
 হইয়া লম্বীতে চম্ব চটিকা পতঙ্গ প্রায় হইয়া রাম
 পলের কর্ণের নায় লটপট করিতেছে হায় কি দুর্দশ
 কেহ কেহ বন্ধু হে তখন এই বৈষ্ণবীর পাছার গা
 দর্শনে নাগরগণ গোহিনী জানে মৃগা আশে পা
 সেরাই ভ্রমিত একগে লক্ষ মজিকায় কি আকাশ
 এই পাছা প্রফল করিতেছে তাহা বিশেষ ক্রমে ক
 দেখি। ইহা শ্রবণমাত্র কেহ কহিতেছে যে স্রীলোকটি
 গৌর নাড়িকূপ সমিধে যে কামকূপ আছে তলমাগরে
 সমিধ তাহার সন্ধি অর্থাৎ যোগ আছে যেহেতুক পুরু

৭৪
 পুত্রের প্রেমালিঙ্গনে রসসাগর উত্তোলন হইয়া কামিনীর
 কামরূপে বেগবতী হইয়া থাকে। তজ্জন্য কামরূপে
 রসবারি প্রদর্শন হয়। ইহা কি নিশ্চিত কি অগুণ্ড যৎ-
 ক্ষণাৎ জীর্ণগেরা পুরুষের প্রেমালিঙ্গন মনে চিত্তা করি-
 বেন তৎক্ষণাৎ আপনার কামরূপে রসবারি দৃষ্টি করি-
 তে পারিবেন ইহা সর্বজন জানিত বটে কিন্তু পুরুষের
 প্রেমালিঙ্গন বাতীত কদাচ ইহাতে পারে না অতএব এই
 বৈষ্ণবীয় পুরুষ প্রেমালিঙ্গন বিহীন রসসাগরের স্বভাব
 অভাবে কামরূপ পক্ষেতে পূর্ণিতা হইয়া বুদ্ধি সেই
 পক্ষে পারিতত্ত্ব গেলো। "হইয়াছিল কিন্তু এই রসসাগর
 নারি পাতায় পাতীরে উক্ত পক্ষ নমুনা পিত্তের
 গেলো পচিয়া কিস্তি শুদ্ধ হইয়া চিত্তা গুলু নিগত
 হইতেছে তজ্জন্য উক্ত মস্তিকারী এই চিত্তা গুলু আন
 ন্দে কান্দে পান্দে ভান্দে স্বরে পাছা প্রফুর করিতেছে।
 এই বাস্তব প্রত্যয় সকলে হাছা হীহী ছন্দে করে গায়
 আস। হইয়া কে কাহার অঙ্কচলিয়া পড়ে তাহার
 নীমা নাই। অতএব হে সাধু পুত্র কুলটা জীর্ণগের মস্তি-
 বস্বাই হাস্যমদ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে কুলটা জীর্ণগের
 আদ্যাত্ম যশা বিশেষ রূপে আনি জাত থাকিয়া কি
 প্রকারে তৎপৎ গামিনী হইতে পারি এবং আপনি
 সন্নিবেচক হইয়া যে অগজ্জ্বল পুনঃ উক্তি বর এ
 কেবল আপনার বুদ্ধির গর্ভ খর্ক ও গৌরবের মৌরী শূন্য
 করিতেছে দেখে পণ্ডিতগণের এমদুক্তি আছে যে কুলটা
 জীর্ণগের গতি নাই।

গেলো অর্থাৎ জলজলতা গণের মূল।

কোনো বিধ লাঞ্ছনা গঞ্জনা উৎসর্গ উপপাত্তি বহুতর প্রাপ্ত
হইতে হয়। এবং কুলবর্তীতে যজ্ঞপ পতির মনরঞ্জন
নিবন্ধন করে। যজ্ঞপ কুলটাকের উপপত্তির মনর-
ঞ্জন হইতে হয়। এবং সাদী সতীগণে যে প্রকার মন-
রঞ্জন দাসীত্ব কর্মে প্রবর্ত হইলেন। সে প্রকার আস-
লকেও উপপত্তির দাসীত্ব কর্মে নিয়ত নিযুক্ত হইতে
হয়। তবে যে মহাশয় যদ্যপি দাসীত্ব দশাই ঘৃণিতনা
যে কেন অনর্থক চাকুরের জ্যেষ্ঠ কুব্জের ভোগ দেয়া
বাসিদের সিংহাসনে শূণ্যলোক স্থাপিত ও ভগ্নির মতি
হীলতাক জীর্ণিত ও গন্ধের সুখা কাকেরে সমর্পিত
গজমুক্ত অজ্ঞা শিরে ধর্তিত ও পদ্যবনে মুক্তকণ্ঠে নিবো-
দিত ইত্যাদি করণে কিংবদন্তি। যদি বল কুলটাকগণের
উপপত্তি পদমেনার পরিবর্ত হয় তবে কি সতীগণে পতি
সহায় বিনিময় পাননা অর্থাৎ অবশ্যই পান। এটি
কহ যে সতীর পতি বিলাস হইলে আর পতি হওনের
পূর্ব মতি এবং বিধবা যজ্ঞপ পিতৃপ্রায় জীবিত হইত।
এবং যদ্যপি পশ্চিমে সূর্যোদয় হয় এ উপপত্তিতে
যজ্ঞপ ভাগ করেন ও দুই গণের মতিপ্রাপ্ত হয় তখনও
সাদী সতীগণেরা তিলেকের নিমিত্তেও বিধবা যজ্ঞপ
ভাগ করেন এবং সতী গণের পতির মৃত্যুপাশিত হই-
লেও মৃত্যু না হবার সম্ভাবনা ও হইত। এইপ্রকার সতীগণের
সতীত্ব শক্তিতে মৃত্যু পাত্তি জীবিত হওনের সম্ভাবনা
সহায় উদাহরণ সতী শিবসুন্দরী ও সতী মন্দনের রতি ও
সতী সাবিত্রী ও সতী বেউলা ও সতী মন্দোদরী ইত্যাদি
এদি কহ যে সতী মন্দোদরী এ উদাহরণে কি প্রকার
মৃত্যুতে তবে শ্রীরাঘচন্দ্রের এমনদুক্তি আছে যে যদ-

যদি সামান্য দোষ-দোষানুগের চিন্তা না নির্ধারণ হয় তহ
 যদি জীগণেরই সহকারী থাকিবেন। এই কারণে সন্ত
 মনুষ্যসরীকে এইমাত্ররূপে নির্দিষ্ট করাগেল। অতএ
 তদ্বিধিতে বলি'কে সতী জী গণের আকর্ষ্যার্থে সহ
 থাকিবার সুযোগই আছে। আর সতী নারী গণের স্থান
 কোথায় তাহাও বক্তব্য। যে স্থান পুরুষের বাক্য
 চিন্তাভিনিবেশে করণ। দেখে যায়। সতীকে সমস্ত
 লক্ষ্যে ধারণ করেন, ও রাহী সতীকে আকর্ষণ করে বহন
 ও তুলসী সতীকে বিষ্ণু মন্ডলে ধারণ করেন, ও গঙ্গা
 সতীকে গঙ্গাধর শীরোপরে অবধারণ করেন, ইত্যাদি।
 অতএব যে ভেদ বেশী ইহা হইতে জীগণের আর অধিক
 সম্বন্ধ কি আছে স্বীয় বিবেক দ্বারা অবগত হও দেখি
 আর অসংগত যে কি পর্যন্ত নরক ভোগ তাহা অব
 জ্ঞাত হইলেও বক্তব্য। যে স্থান সন্তান প্রতি পাতে
 সম্বন্ধ হইবে। দেখে যে পুরুষের মনঃ স্বতীতে মন্তো
 করিতে পারেন। ও বন্ধু বাহুর কুটনাদিতেও মন্তো
 করিতে অক্ষম হইবে। অতএব সতী ভাষিনী ভাষিনী
 পূজা শ্রুতি হোতা জ্যোতিষান্যে মন্তো মানী পিত
 পিতী স্বস্তর স্বাস্ত্রী শাল। শেলক শালী মাখান পিতা
 জ্যোতসাম খুড়শাল ও আর অন্যান্য পাড়া পড়লী ইত্য
 দিতেও বাহুর মন মন্তো করিতে অক্ষম, তাহার মন
 মন্তো কর। যে কি পর্যন্ত ঘোর নরক তাহা আপন
 সুবুদ্ধি শক্তি দ্বারা বিবেচনা কর দেখি। এতাদৃশ
 কুপণে যেরূপ জীগণকে প্রবেশ করাইতে বাঞ্ছা করে
 সেই ব্যক্তি ইহা কি পর্যন্ত ঘোর নরক তাহাও বিবে
 চনা কর দেখি। আর দেখ আপনি স্বীয় প্রিয়সী

প্রাপ্য প্রেম নিদি পৱিত্যগ পূরঃসর স্বপার জলসী
 প্রেরের প্রায় অপ্রাপ্য প্রেমেক্ষায় সত্যের সত্যীত্ব নাচার
 মনে মহাপাপে পদাভিষিক্ত হইতে মনোভিষিক্ত
 নিতেছ একি তর পক্ষে শ্রেয়ঃ তব । জনকে পাণ্ডি-
 শাদির কি কথিত আছে ।

শ্লোক ।

সংক্রবানি পৱিত্যজ্য অক্রবং পরি মেদন্তে ।

সংক্রবানি তস্য মশাস্তি অক্রবং নষ্ট মেবং ॥

অর্প । নিশ্চিত বিষয় ত্যাগ করি যেই জন । অনি-
 শ্চিত বিষয়ের করে আকিঞ্চন ॥ নিশ্চিত বিষয় যে
 গ্রহণ করি নষ্ট হয় । অনিশ্চিত বিষয়ে চেষ্টা মিথ্যা হয় ।

গদ্য । ভগ্নবেশী এই সবুহ বাক্য শ্রবণ মায়েই আ-
 দার আশা নৈরাশ্য জানিয়া জানের দফা দফা রহা
 ইয়া নেতের পলক রহিত হইয়া নাকি প্রায় তাকার
 ত বুল্কা মুখে হাঁ করিয়া ভেলংকরে চাহিয়া রছিলেন ।

দাসী কতক সাধুসত্তের মন্তক, মুণ্ডল ।

বিপদা ॥ অসো মুখে ভাবে অধু, কেন আর কুণ্ঠ,
 নিপদনে করি আকিঞ্চন । মিছা কেন করি চিন্তা, আলসেই
 পড়া, এই বেলা করি অনুেষণ ॥ আর কেন দিবে,
 মো, বালকের মত কায়া, অবসন্ন হতেছে রজনী ।
 ভাঙ্গন উদ্ভিত বলে, অমনিত্ব দুর বলে, মুণ্ড খণ্ড ভিৎসে
 এখনি । দারদার কেন আশ, বুঝিলাম সর্বনাশ, রাজি
 গম নাই মাত্র হয় । এতদ্দ্রুপ ভাবি তত্র, মিথ্যায় স্বপ্ন
 ত্র, গাত দালি নেত্র মুদ্রিয় ॥ চেতন হইল নাশ,
 গমায় নাইল দ্বাশ, রহিল বিহ্বলে সগদাগর । ওনহ
 মসিক গণ, রসে রসাইবা মন, রস ভাস রসের নাগর ॥

জানিই মনস্করী মন, চেতনের মন এক, জিন্দে আদিত
 রসকাতী। উল্লাসিতা জুয়া ঘনে, বাগিল নিজে গগনে,
 যেম ধোঁয়া মিশা পতি। একপ হেরি শুধুম, শুধু
 বেশি মখাঙ্গন, পরসর চপে বনে। ইতি শুক্লী রাই
 ভাষা আতমে কহিতা হয়ে, পতিত হইল মিলিতি তাঁহে ॥
 দায়্য দার অঙ্গ, পঞ্চক শরীর মন, অসহ্য হইয়া সাধা
 পায়। সেই অঙ্গ শরাসনে, মিলিতিয়া শরাসনে, তা পত
 দায়্যকপন দায়্য। একেউ কোরো দ্বিপদ, লজ্জতে, দায়্য
 পদ মতী রক্তার জনা পদ। নানী বিশ্ব বাক্য ছলে,
 বক্তার বাক্য ছলে; ছেদিলেন এতক রক্তনি ॥ আশ্রয়
 ৩৫ উদ্বীর্ণ বিরহে মদা বিদীর্ণ, শীর্ণ কদম্ব জীর্ণ আত
 দেবি। শরীর নিজে ভূবনে, মিলিত হইয়ে ভূবনে,
 বসন্ত পতিত শব্দমুখী ॥ কে জানে একলাকার, কখন
 কাঠের অঙ্গার, কলাকার করিতে কসিছে। আইত কি
 দালাই, মোহার আপদালাই, টাকির জামাই হয়ে
 আছে ॥ চিহ্নি একি কয় ভৌগ, বাগের ঘরেতে যোগ,
 তুলসীবটম চিহ্ন বসন্তী ॥ ছিরাগু খচিত খাঁচা, ভাঙে
 যেম কলি বোঁচা, এই বোঁচা সাধুর মস্তকি ॥ এই পতি
 মন মন। ক্রেটিম হই বহু মুখী, কি বলিবো নাগার
 উপায়। মোমাবেশ পরিচরিত, মোম ভাবে মদ নাগী,
 সাগু পাশে ধার পাশে ॥ মিলানিত সাধু মস্তক, মক্কা
 মিলে আস্তে, কাব্য চৈত্র জিয়া আরম্ভিল। কেহ থর থর
 কাঁটর, মস্তক মুগ্ধ করে, কেহ অঙ্গ গোপ বিমোহিল ॥
 কেহ চক্ষু গদা-ভূমি, ছেদিলেন মোমাবন্ধী, কেহ হ
 উদ্বলন করিল। কেহ অস্তি হয়ে দগু, অচল ক্রেটিমেতে উগ
 শব্দগান নাগার কাটিল। এই এক কহিতা, সবে শাকু

১০০
 গারে গার, ছলে বলে বামিনী পোছার। ছল উদর সমর,
 ১০১ মাহাশয়, পশুর অক্যচল যাব ॥ অসি সাধু
 যন্তে বাবু, উকিয়া অতি তরন্তে, দুই হস্তে রণড়ে মন ॥
 ১০২ তখন জনেক সখী, দর্পণ সমুখে রাপি, বলে সখা দেখ
 ১০৩ বদন ॥ এই বলে যতখনি, তুলিল হাঁগিত সুনি, সনে
 ১০৪ সাদৃশ্যের নেড়া, কেহ বলে দেখি তাই, বৈদ্যদী
 ১০৫ খাখায় তাই, সাধু সেনে সাধু করা নেড়া ॥ দুকুরে
 ১০৬ সাদৃশ্য মুখ, তখনি হয়েছে মুক, আর মুখ সিন্দাটো
 ১০৭ পড় ॥ দীর্ঘ দাঁশ পরিহরি, জিনিয়াশা ভাঙ্ক। কবি
 ১০৮ মনে মাছু খাট করে ॥ সখীগণে কেহহ, বলে আর
 ১০৯ আত্মা বৈদ্য বদনাল, দিব হু বসে ॥ এটি কপা স্বাক
 ১১০ বানে, বৈদ্য - দাঁ বৈদ্য কান, মড়ার উপরে দাঁ বৈদ্য
 ১১১ বদিল বিদ্যে বৈদ্য, কাটি বায়ে লুন দিট। বাধু সে
 ১১২ ভাট, গাতি বৈদ্য ॥ সাদে পরিহে অঙ্গন, অক বৈদ্য ॥
 ১১৩ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বদন বৈদ্য বৈদ্য, বৈদ্য
 ১১৪ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১১৫ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১১৬ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১১৭ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১১৮ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১১৯ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥
 ১২০ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥ বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য বৈদ্য ॥

করি, করে সাধু সন্দেশ গমন। ফেরৎ বনে তার, দালী
 রে সযনে ধায়, সাধু তাহে আরো জ্বলাতন ॥ উগ্ৰাভ্যুত্থে
 গরৎ, চলে যায় করৎ, ধরৎ চরণের গতি। চাকুর
 জামাই শুন, কহে সখী পুনঃ। কাব্য রসে করিছে
 মিনতি ॥ মাধীখাও কথী রাখ, যেওনা হে থাকে।
 ওহে সখী চটনা ॥ হইয়ে মাথের বঁধু, বিবাদ ছাড়ছে
 সাধু, কেন কব বিচ্ছেদ ঘটনা ॥ দাঁড়ীর প্রতি রাগ বৃদ্ধি,
 বিদেহ হবে কাব্য সিদ্ধি, একেবল অজানুদিতব। শবুকের
 স্নেহ তাদে, ছুটি কট প্রায় বন্ধ, হায়ৎ কারে কি বা কব ॥
 দাঁড়ীনে জ্বলাতন, বাক্য ছলে নানা বিধ, ভ্রম সনা করয়ে
 পায়া ॥ ১০০ সঙ্কট বৃন্দকার, দংশন করিছে কার,
 জ্বলাতন ॥ ১০১ সাধু যায়। বাটীর বাহির হইয়ে, শ্রীহরি
 ধরন লভে, দ্বালাতে চক্রে অতি রাগে। সনাতন রসবতী,
 পতিব্রতা সাধু সতী, জ্ঞানী নানা হয় গুণা ভাগে ॥ সতীর
 সখী হু জন্ম, বিভাবনী পাবনা, অমনি হইল সেইক্ষণ।
 চক্রে চক্রিকা হু ॥ কাশ হইল দিন, প্রোক্ষণ হইল
 কাবাগন ॥ কে ১০০ অখিল ভেদে, গাণকর পঞ্চদশে,
 এক ভাবে কাতজ তুলিল। হিরামোহন মনিয়ন,
 দাবা দান পাণিষা, পাকসাটে ডাক আরম্ভিল।
 বঁউই পাউই দিয়া, ক্ষুড়িকজল কাকাতোয়া, ময়না ময়না
 শবু শবু ॥ ১০২ দাঁড়ী অঞ্জন পুজি, ফিঙ্গে শায়ে
 যৌচ্ছজি, নীলকণ্ঠ জালমোহন নুরী ॥ শারদ পোদার
 বাজ, ১০৩ চকী ভিমরাজ, ভরত ফুল টুলী আবেশ।
 তুলোদ্যুতী গুড়কড়ি, মাচরঙ্গা পানকৌড়ি, দ্বৈত
 বসন্তবোরা সেন ॥ ১০৪ পিঁপি ধড়িয়াল, কুঙ্কো ধুসু ধড়ি-
 বাল, তোতা হরিয়াল হাজার দস্তা। চণ্ডেলো কাফনা

খী গগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে পাপিষ্ঠ কোথায় ।
 তত্ক্ষণাত্ শ্রুত মাত্র সখীগণ দণ্ডায়মান হইয়া গগবাস
 পানিপটে অকপটে কহিল যে হে ঠাকুরানী দাসী গগের
 ক্রোধে নিবেদন আছে অনুমতি হয় পুকাশ করি ।
 সুধামুখি সুধাটলেন নেকি, সহচারীরা কহিতেছে, ঠাকু-
 রানী শুন । মাতা পিতার অনিষ্টকারিকে তৎ সত্য
 শতেরা কি পুকার স্নেহ করে রসবতী সজিনীরাও তৎসদৃশ
 গুণে ঈষদীষদ্ধাস্যমাননে কহিলেন যে মাতা পিতার
 অনিষ্ট কারির পুণ দিনটো কাটি চলেছে পাপাশ্রিত
 যে না তখন সহচারী ব্যাচেরা কহিল যে সে নতের পুণ
 দিনটো না করিয়া মাশা কণের অগুভাগ কীকু গস্ত্রে বসত
 ন হস্তকের কেশ গোঁপাদি চক্ষের পক্ষ কুপ্তিতে বেশ
 পাতলী দুগুলন ইত্যাদি বরিয়াছি । সত্য কহিলেন
 যে কি পুকার । তখন সজিনী ব্যাচেরা পদযুগ্মে পাদ
 বো আদোপাশ্র সমস্ত বর্ণন করিলেন রসবতী কহা
 শনে তত্বের যজ্ঞপ হয় তজ্ঞপ হইয়া কহিলেন যে তৎ-
 বা কেহ আমার পাননাথে আনিয়া দেও যেহেতু তে
 মিস্ত্র ব্রাহ্ম সেই পানকামের পদ পুণ্যে না কহিত
 ইলে আমার সত্য স্বর্গের কথো অসিততা হতেন
 আদনা । অতএব সর্গারে শীঘ্র গমনে সেই বিগ্ৰহকে
 আমার নিগূহ ভোগ কহ । তার নিশির ব্যাপার কাছ
 কদ জাত করা ছবেনা ইহা বিশেষ কপেই কহেন
 জানিত রাখিব । কেননা গত নিশিতে যে ভয়বশ
 তি কপ ধরিয়া আসিয়াছিল তাকে জামতা বহুত
 কলে বিশ্বাস করিয়াছে তজ্জন্য তৎ পরিবর্তে পিণ-
 যথে আনিয়া এই চন্দ্র বেশীর গমন সত্য জপক

রাসিনীয়া হিত সন্মাদন করিব অর্থাৎ সকলেই জানিবেন যে ইনিই কলা আসিয়াছেন ইহা প্রকৃত যাত্রা দানস্বর্গে কহিল যে আজ্ঞা চাকুরাণী জগন্নাথশ্রী পুত্ৰোত্তরা বটে শ্রীমুখের আজ্ঞা হইলেই আজ্ঞা বাহিনীরা শ্রীহরি স্মরণে শ্রীহরি করে রসবতী কহিলেন তবে বিলম্ব কি। দানী পনেরা কহিল বিলম্ব আপনার হস্ত চিত্র পত্র। রসবতী কহিলেন সে বিলম্ব সবেনা দেখলো রতি কামের কৃতান্ত সম সরাস্ত শরে আমার পুণ্যক হইতেছে। গজগামি নার এতাবদ্রাক্ষা শুনিয়া গজ গামিনী নামে এক মথী গজ গমনে রসরাজ সমিধে শিবি সুখাত্মা করিলেন। এখানে একক রাজ্যে রাজপুত্র নামে এক ব্রহ্ম মহাকরে স্বকান্তার সহস্র কষ্ট দর্শন করিতেই মথীয়া অদম্য হইল, অনন্তর রাজপুত্র গাত্ৰোত্থান করত আশ্চর্যান্বিত চিন্তা করত। কান্তার বিরহানন্দে পালবর শুক্ল উরুবর পুর উভয় দ্বারে পুঙ্খলিত তাহে কান্তার বজ্রদর দায়বত ছাছ দ্বারে উৎসাহিত ও মদনের অনার্থ মন্থানে পীড়িত হইয়া মথীয়া আসে অতি বাস্ত উদ্যোগে দ্বারে দ্বার পুরস্কায় অস্তর উহ ওহ ইত্যাদি স্বর নির্গত করিতে। বাস্তর বাস্তরে অশ্রু শাল্য নিকটাবর্তি পুঙ্খোদ্যানে মনোহর মঠ পীড়িতে প্রবাস শিব নন্দনের রোশকে গাজ ঢালিয়া ইতস্তত লুপ্তিত অথবা ছটকট করিতে থাকিলেন তদনন্তর ক্ষণকাল বিলম্বে মোক লজ্জা ভরে ভীত ভাবিয়া পৈর্য্যাব-বস্থন করিয়া আপনার পরাবেজিত পুঙ্খিতকে কি কথা ভাষনা করিতেছেন তাহা অস্বয়মক পায়ার পুঙ্খকে নিবহা হইল।

নীলকান্তের উন্মিত ভয়সনা ও পুরা পাশে হাত;
ও পুরাতন পুরিত দাসীর সন্তিত সন্দর্শন
ও তৎসমীপে গমন ।

অশ্রুহীনক পড়ার। মনঃস্তব ব্যবহার, এজাব কেনম
না মোহনীরে তুলে কিসে দিলি মনঃ। চিত্ত তব জনো
চত আমার কেনা করে। সে ভাবে জ্ঞানব চক্ষে নিজে
ভাব করে ॥ কার বুকে বস বৃদ্ধি বোকা হই হই। কেবল
বর্ততা হয়ে কর হই হই ॥ কামরে কিকামে তুলে কুচি-
চি কান। কি উত্তর দিবে নব মধাইবে কামনা। কীক-
কীক পীকরে কানন। কোথায় তরুণ কবী কোথায়
কানন ॥ হেজ। কোথ বিজ্ঞেদ কি আছে তার মত। নিবন
বদন কানন নাই কেন সহ। নেনেরে কিসেলে কান্ত পুর
শি পাশে। বীক নাই হলে নুগ নেনেনে। পাশে
মনা মননা পাশে ভজ করে তারে। একবার তাতি
মনা করে তারে। দুখের বুকে চাই কুপা নাই
দান। সে মনানুখাস মূখ না হইল। পান। কি বুকে
বিত না। কি বুকে বস। ফলে করে হইত লাভ
মনা তব। দাস। বসিত হইলে নিজে আছরে শ্রুত
অনিত। পুরা দাস। মননা শ্রুত। কিসে মূখে জ্ঞান
একভজ। পুরসী জ্ঞানে বৃদ্ধি করে অতভজ। কবনে
কবকণী করে বাককন। কারাগারে বৃদ্ধি তনে রাণিরে
একর ॥ কি প্রমে প্রমিত পদ প্রম পদে। না কবলে
দার্পণ পুরা রাজা পদে। কছে দেহ কব দেহ মন
দন। একবার হও পুরে পমক দারন ॥ দেখতে গমন
ব শক ভাবে সব। কীবিত হইলে একন হইতেছ শব ॥
বি ভাবে উক। হয়ে থাক বৃদ্ধি মনে। অতলা সরল

বাল্য কত জ্বালা সবে ॥ বিবাহ অবধি স্মৃতি হইয়াছে
 ভ্রম । ইথে কি তোমার বড় হতেছে সম্মম ॥ ছিছিং ছিছিং
 ছাড় ঘেঁষাঘেঁষ । সম ভাবে সবে চল যাই সেই দেশ ॥
 আহার করিছ কেন কুমন্ত্র সন্দেহ । ইহাতে কেবল ক্ষয়
 হতেছে সন্দেহ ॥ হৃদয় তোমাকে লোকে কহে প্রমর্শীল ।
 তবে যে নিদয় প্রায় হইয়াছে শীল ॥ রাজপুত্র সকলে
 বুঝায় এই রূপে । কিন্তু দেহ দেহ সদা ভাবিয়ে সেকপে ॥
 পুংল বিরহ জ্বালা নাপারি সহিতে । চুপি রায় ডাকে
 নায় ঘোটক সহিতে ॥ আজ্ঞা মাত্র সম্মুখে সহিস অগ্ন
 হর । নান্যকান্ত বলে স্বরা জান মম হয় । অমনি সহিস
 শীগ্ৰু যোগায় তুরঙ্গে । সূর্য্য ছলেতে মায় ত্যজে চতু
 রঙ্গ ॥ না জানিল রাজা রাণী এসব ব্যাপার । চলে রায়
 ভাসী নির্ধি করিতে ব্যাপার ॥ দৃশ্যাদৃশ্য তস্য রূপ যেন
 ভোজ বাজি । বিরহ জ্বালায় বেগে চানাইল বাজী ॥
 কত দেশ যায় নিজ রজ্য পারিবারি কক্ষ গুল প্রায় যেন
 হরি পুত্র হরি ॥ মনে বলে প্রাণ প্রাণ নিলে হরি ॥
 পারিতোষ স্বচেতন থাকিলে পুহরী ॥ আইসে সদা কেন
 হরিং হারি । একথা কহিব কায় হরি হরিং ॥ গেল পুং
 না হেরিয়ে সেকপ লহরি । পাণি পুটে বলে দয়া করা
 হে শ্রীহরি ॥ দেখাও হে স্বপনেতে দেখিয়াছি যায় ।
 এই রূপ বলে আর মহা বেগে যায় ॥ হেন কালে সহ
 চারী লয়ে করিবর । সম্মুখে মিলিল পথে যথা নববর ॥
 আশ্চর্য্য হইয়ে রায় করে নিরীক্ষণ । ভাবেকে মাতঙ্গে
 এল হেরি নিরক্ষণ ॥ এই রূপে চিন্তা কিন্তু করে দুইজন ।
 মনে করে বুঝি মিলাইল সেই জন ॥ সুসার হইল বুঝি
 অঙ্গ পথ আশা । আশার হইল বুঝি পরিপূর্ণ আশা ॥

দাঁছে স্থির হয়ে গতি করিতে নারিলো । সাধু বলে কেবা
 তুমি করিতে নারিলো ॥ মন গত ভাব দাসী বুঝিয়া আ-
 ভাসে । পরিচয় দিল তারে অমৃতের ভাসে ॥ শুনিরায়
 সন্তাপিত প্রিয়া আবেদন । ছোড়াহৈতে পড়ে মনে
 পাইয়া বেদন ॥ স্বপন হইল সত্য একি চমৎকার :
 প্রিয়া কষ্ট ভাবি রায় করে হাহাকার ॥ উদ্ধৃ হাতে বলে
 কোথা অশ্রুতির গতি । পতিব্রতা হয়ে তার এতেক দর্শ-
 তি ॥ তোনার কি দিব দোষ সব দোষী আমি । কিন্তু
 প্রভু তুমি সব আমি নহে আমি ॥ এইকপে নানা খেদ
 করে ধরুকরি । করি হৈতে নারি দাসী করে পবাকরি ॥
 অনুমানে কার্য সিদ্ধি জানিয়া যুবতী । বলে হুচে ঢল
 যথা রসবতী ॥ কান্দিলে কি হবে কত কান্দিছেন ধর্মী ।
 সবাকার শবাকার হাহাকার ধুনি ॥ মিছে খেদ কেন
 প্রভু কথ্য অনারত । উজ্জাপন কর গিয়া সতীত্বের ব্রত ॥
 তুমি ভুলে আছ নাহি ভোলে তব সতী । পতিব্রতা
 রাজ্যে তার নিমিত্ত বসতি ॥ উঠা কেন আর মিসারে
 মসনে । চল ছে পরাই গিয়া রমণী ভ্রমণে ॥ দাসীর
 হাকো স্ফাস্ত হয়ে নীলকান্ত । উঠিয়া বসিল যেন মণি
 নীলকান্ত ॥ বয়নেতে অশ্রুপাত প্রিয়া করে । অঞ্চলে
 বদন দাসী মুছাইল করে ॥ প্রেমনিধি দান প্রিয়ে তরী-
 তে করিতে । দাসী সহ উঠে রায় স্থিরিতে করিতে ॥ গজ
 রাজ্য পিছে লয় বাজী বন্ধি করি । প্রিয়া লেগে অতি
 বেগে চলাইল করি ॥ যাইতে দাসী মনে ভাবে । না
 জেনে কেমনে লয়ে যাই অনুভবে ॥ কি জানি যদ্যপি
 দাসী বলে এটা কেটা । তবে এ দাসির মাথা বাঁচাইবে
 কেটা ॥ এতেক ভাবিয়া দাসী সুড়ি দুই করে । পরিচয়

যেতু রসবাজ চল করে ॥ অনুভবে বুঝি রায় তার স্বম-
নন । স্বাক্ষরশে বলে ইনি তার সম নন ॥ দাসীবলে
যাঁর পুত্র কুন্তিরে বিনাশে । ধান্য কুট যত্র ঘেরি ডরে
অনায়াসে ॥ এক বার কুণী হৈলে রোজা আর বার ।
অজ্ঞ কি তারায় যক্তি আর বারবার ॥ নীলকান্ত বলে সখী
আছে তেন শোনা । কহিতে পড়িলে জানা যায় তাঁরা
মাণা ॥ চুব্বক প্রস্তুরে লোহ করে আকর্ষণ । থাকে কি
প্রত্যু তাপ হইলে বর্ষণ ॥ ভূতনাথ পদ ভাবি কহে ভূত-
নাথ মাগুহে নাগর তথা নাগরী অনাথ ॥

গদ্য । এখানে গান্ধার নগরে রাজা বাণী রজনার
বতাস না জানিয়া কেবল এত জানেন যে কামতী মুহুর্তে
পান অর্থাৎ দুই দণ্ড রাত্রে গান্ধারে গাঙ্গেগান করত
বাগু সেবনার্থে ত্বরাজ্য হইয়া নগর ভ্রমণে প্রস্থান করি
রাছেন । যেহেতু রসবতী প্রাতে এই বাক্যই ঘোষণা
করিয়াছিলেন, ওজনহীন দিগন্তে নিরব অবাধে চূড়ার-
সহন করিলে উদয়চল হইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করি
কুণারিতে তারক, গুণ্ডলীমাগলাকার গগন মণ্ডলে প্রকাশ
পাইলেন । এতবোলে রসবতীর দাসী রসবাজ সহিতে
বাজপ্ৰীতিকটম হইয়া গজরাজ হইতে অবরোহণপূর্বক
সতী সন্নিপে নাগতা হইয়া সজ্জল সমাচার প্রদান মাত্রেই
রসবতী নববসে বসিয়া রসার্গমে নিমগ্ন হইলেন । অপচ
মহাচারী গণেরা বাসর সজ্জায় অবর্ত্ত হইল ও কেহ কেহ
রসবর্তকে সুসজ্জাদ্বিতা করিতে লাগিল ।

রসবতীর সজ্জা ।

লঘু ত্রিপদী । পূর্য দিন প্রায়, সতীরে সাজায়,
যেভেক যবতী আসি । করে নানা বেশ, অশেষ বিশেষ,

আনি রাশীঃ ॥ হারে ঘেরি গলা, ঝটিতে মেথলা,
 ঝটিতে আঁটিল দাসী । ধরি কুচকলি, কসিতে কাঁচলি,
 ধরে মিলে তুলে তাঁসি ॥ পদাদি যন্তুকে, দিল স্তোকে,
 যেখানে যেকপ লাজে । কিবা কব শোভা, রতি পতি
 লোভা, বিজুলি চঞ্চলা লাজে ॥ একেত সেকপ, কটিমুখা
 কপ, বিনা ভূষাতে ভূষিত । অরুণে কিরণ, দিতে বিতরণ,
 যেন হয়েছে উদিত ॥ বুঝি মুখ শশি, হেরে ছিল শশি,
 শুনো থাকি কোন দিনে । তাই মনেং, মনঃ অভিমানে,
 কর হয় দিনেং ॥ সে অঙ্গে ভূষণ, কেবল দূষণ, সুশোভন
 নাহি পায় । জালক যেমন, করয়ে লেপন, শিব রূপ
 উমা পায় ॥ সেইরূপ ভায়, সকলো সাজার, বাঁহা মনে
 এসে বার । পতির সজ্জন, করিতে কেবল অঙ্গে উঠে
 মলকার । নহে কি শক্তি, হিরণ্যমতি, প্রকাশিত
 নিজকর । কণ্ঠহার ছলে, আরোহিয়া গলে, স্তনে মাল-
 য়াছে কর ॥ কেবল এমতে, রাখিতে এমতে, পরিচাছে
 নানা সাজ । সেকপ অভ্যন্তে, পদ্মিনী প্রকাশিত, মনে
 করে দিবা রাজ ॥ নানাদ্রব্য তাহ, নাহি শোভা-পাণ্ড
 যেন বনাচ্ছর শশি । সে অঙ্গ উল্লাস, সদা পতি সঙ্গ,
 জামি বড় ভাল বাসি ॥

গদ্য । পরে এইকপ সজ্জা করিয়া রসবতী সাজনী
 সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গ আশনাথের আশাপথ চিত্তা করিতে
 থাকিলেন । এখানে নীলকান্ত মাতঙ্গ ত্যজিয়া তুরঙ্গকচে-
 তরঙ্গ লোচনার বিরহালোচনায় মনানলে দহিতেং
 পশুবাণয়ে সনাগত হইয়া অন্যান্য ব্যাপারান্তে স্বীয়
 সাজিনী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ।

রসবতীর পতিসহ লীলা ।

পরাণীক। রসরাজে ছেড়ি তবে যত সখীগণ । অধিষ্ঠিত
সামন্ত প্রণমিত ধরিয়া চরণ ॥ আগচ্ছ আগচ্ছ বলে করে
গম্ভাষণ ॥ হৃৎসী মধ্যে হৃৎস বেন রাজার নন্দন ॥ পুলকে
পূর্ণিতা অঙ্গ হইল সবার । উৎলিল প্রেম সিন্ধু মহি
পরাবার ॥ রস রাজে রসবতী চক্রে করি লক্ষ । লোচনে
লোচন রাশি স্থির হৈল পক্ষ ॥ নীলকান্ত প্রিয়া যুগ
করি নিরীক্ষণ । নেত্রে নেত্রে সমর্পিয়া এক দৃষ্টে রণ ॥
উভয়েঃ ছেড়ি মোহ উপজিল । উভয়ের স্থির নেত্রে নীর
দেখা দিল ॥ নীলকান্ত নেত্রে যেন নব ঘন প্রায় । যনং
বর্ষে পক্ষে বিজুলি খেলায় ॥ অপর তীতিল খারা নেত্রে
নাহি ধরে । চরণ আচ্ছিত হৈয়ে পাড়ে ধরা পড়ে ॥ সতীর
লোচন যেন সজল নিরদ । শ্বেত পদ্ম ক্রমেঃ হয় শোক-
নদ ॥ অক্ষ পাত অপর চইতে নুয় জপ্তা । মোহ রূপী
ভগীরথ আনে যেন গঙ্গা ॥ চৈতন্যে সতীর নেত্র ব্রহ্ম
নুতি প্রায় । নিম্ন পূজ কদম্বল শোভিতেছে তায় ॥
মের নীর রূপে যেন অবনয়ী পায় । কুচ কুচ শব্দ প্রায়
সুধের মাখায় ॥ বাহাঘর কাচলি তীতিয়া অবশেষে ।
নাভি বপো মহা বেগে ক্রমেতে অবশেষে ॥ সতী বে স্বর্ণ
গিরি নাভি বে সাগর । এই তেতু গিরি হইতে পড়িছে
নির্ঝর ॥ তথাঃ চইতে অতি সুতে জানু বয়ে যান । মনে
হয় জঙ্ঘ নুতি করেছিল পান ॥ ছাড় ব্রহ্ম যারে ধ্যানে
নাহি পান । তেন গঙ্গা সতী চক্রে আনন্দে খেলান ॥
তাই বলি পতি ভক্তি কর সতীগণ । যারে ইচ্ছা জ্ঞান
চক্রে পাবে দরশন ॥ এই রূপ অপরূপ ছেড়িয়া উভয় ।
স্থির নেত্রে যৌন ডার বাক্য নাহি কয় ॥ কিকরিতে কি

সিঁহরি শকরা ॥ রসগোলা রসে ভরা পান্ডু ছানাবড়া ।
 ওলা খইচুর ফেনি গোলাবি পেঁড়া ॥ পায়সামান্যবিশ
 পিষ্টক কচুরি । বিবিধ ভাজন ছোকা লুচি কারি পুরি ॥
 যতাস্ত রসাস্ত্র অব্য এই রূপ যত । ফল কল আদি
 যোগাইল কতশত ॥ তবে যুবরাজ সহ যুবতী লইয়া ।
 খাদ্য ক্রিয়া সমর্পিল আনন্দে মাতিয়া ॥ পাণ করে তহু-
 দাদি তমুকুট পূষ । সখীগণে আরম্ভিল গীত বাদ্য ধ্বন ॥
 সখীগণের নৃত্য গীত বাদ্য ।

ললু জিপদী । লয়ে নানা যন্ত্র, করি এক তন্ত্র, করে
 পুর সম্বাদন । কিবা পাখরাজ, অম্বর আওয়াজ, চাণীতে
 কাটে গগন ॥ সেতার তবুর, বাজে সুমধুর, ধুঁধুরি
 মাসরি তার । অতি খরতাল, বাজে খরতাল, সারেজে
 রাগিনী গায় ॥ মোহিনী তখন, ভাঁজয়ে ইমন, রঞ্জিনী
 ফুলিছে তান । কি শোভা মন্দিরে, বাজিছে মন্দিরে
 মানিনী দিতেছে মান ॥ কল্যাণী ডাহার, কল্যাণ স্তনায়,
 মুরনী মুরটি গায় । গাইতেছে গোবী, পুরবির গোবী,
 মাড়ে ভাল দিগে ভায় ॥ কেদারী কেদার, গাইছে
 দেদার, কুমারী কামদ করে । যতনে ভৈরবী, গাইছে
 ভৈরবী, মালতী মালকোষ ধরে ॥ কেহ অনিবার,
 গাইছে মোল্লাব, কেহ প্রকাশিছে টরী । কেহ অভিবটি,
 গায় ছায়ানট, কেহ খট বাগেশ্বরী ॥ বারৌয়া পান্ডা,
 কহ বা খান্নাজে, জয় জয়ন্তী অীরাগ । সোহেনা নেহার,
 মহং সিন্ধুগার, মালসী খিয়ারুট বেহাগ ॥ কেহবা
 কানাড়া, কেহবা কানাকুড়, কেহ হাছির মুলতান । বাহারে
 বাহার, মরি কি বাহার, বসন্তে মারিছে তান ॥ রান

কেনী ভায়, কমেতে যোগায়, দীপক গৌড় পলাল
 ভৈরব আদিকত, রাগ শউর, শেষে ললিত বিভাব । করে
 কর ভাল, লয়ে কর ভাল, ভাল দেয় ভালের । করে
 নীলকান্ত, সতী আগকান্ত, নৃত্য কর সবে মিলে ॥
 আজ পরি গিরে, উঠে ধীরে, যাহারা নাচে প্রবীণ ।
 তবলেতে ঢাটী, খেলাং কীটী, থাকিটী শিলা ॥ কেকে
 মোড়ান ধেনে, খেটেত কেতু গেগে, ধাক্কাটীং ধনা ।
 নাচে রঙ্গ, ডানা দেবের, ভাল উঠে ডানা নানা ॥
 ক্রোশি বাজিছে, আহা কি নাচিছে, কেহবা দোলনে
 দোলে । করে কত পাঁচা, দোলাইয়ে পাঁচা, চমকে
 চলে ॥ পরনে খেমটা, শুতিয়া ঘোমটা, কেহবা করেতে
 পলি । আড়ে ফিরে যায়, আড়ে চায়, হারং বলিহারি ।
 খাশা তেতা লয়ে, কিজিকুটি বাজয়ে, দোখাক
 তেখাক মান । নারের নিয়ত, বেহাগের গত, বাজিছে
 সারিরা ডান ॥ মাতিয়া তালেতে, ছেলাতে ছেলাতে
 গীতে নহেক উনু । পদেতে মধুর, নৃপুৰ হৃদয়, লদ
 লব কন যুগ ॥ ছেলাইয়ে বুক, ফেরাইয়ে মুখ, ধীরে
 ধীরে আসে । কেহ বাজ তুলি, চলে চলি, কখন বা ক্ষত
 পতি । আর কোন ধনী, লট পট বেণী, চিতাবে পাড়য়ে
 প্রহা । কড় বা নাচিছে, কড় বা উঠিছে, নরনেতে ভাল
 পড়া । বিদ্যা অপকপ, মনোহর রূপ, যতেক যুগতী গণ
 তা তিলোত্তমা, লদশ উত্তমা, নৃত্য করে ঘনর ।
 নৃত্য ছেরি রান, স্বঘনেতে চায়, কানেতে হৈয়ে পীড়ি
 ত । সতী বঙ্গ ছায়, যে দেখি তোমায়, কর পাছে বিপ
 বীত । নরেশ নন্দন, কহেন তখন, দেখিলে আছে
 নানা রসবতী কর, শুন মহাশয়, জঙ্গলা মানে কি

রসবতীর পতি প্রতি উগা ।

১. পরার । সতী কহে পতি প্রতি এ আর কি বঙ্গ ।
 প্রতি চুরি করিতে কি হৈলনা আতঙ্গ ॥ নিদ্রিতা কোনে
 দুঃখা করিয়া ভঙ্গ । কেমনেতে বিবসনা করিলেহে
 ভঙ্গ ॥ দাসী হই বলে বুঝি করিয়া উলাঙ্গ । মন সান্দে
 মনায়ানে ছেড়িলে সর্বাঙ্গ ॥ মধুসূদন সান্দে সখা তলে
 বি ভঙ্গ । ছেলার করিলে লক্ষ পক্ষতের শঙ্গ ॥ সরো-
 ত দহিলে হে প্রমত্ত মাউঙ্গ । বজাছে সুদিত গাঙ্গে
 সেকি পতঙ্গ ॥ আত্মহারা প্রায় কর য় উপায় মঙ্গ ।
 কেন পড়িলে পায় তার আশা ভঙ্গ ॥ অনুমান করি
 কি থাও গোঁজা ভাঙ্গ । নহে কেন ফাঁকি দিয়া কর বঙ্গ
 ভঙ্গ । বনে ফিরিতে হে চাপিয়া কুরঙ্গ । ধনুতে বশিতে
 ত সিহঙ্গ পতঙ্গ ॥ ধনু ধারী রাখে নাহি দয়ার প্রসঙ্গ ।
 ফাঁকা তার আছে সখা নিষ্ঠুর অনঙ্গ ॥

প্রত্যুত্তর ।

২. পরার । নীলকান্ত বলে পিয়ে তাত জান পটে ।
 নজুর অনঙ্গ অতি সবে দেব কটে ॥ শরে ভুরং জঙ্ঘ
 রিল সে দটে । তাই করি হেন কস কেন হও কটে ॥
 শর শর হৈতে তন লোচন উৎকটে । সেই জনা নাহি
 রি নিদ্রার অনিটে ॥ কি জ্ঞান পিয়দী যদি কর ধর
 পটে । ভবেত জ্বালায় জ্বালা বাড়িলে অরিটে ॥ সাহিতে
 পারিব কিনা কঠোপরি কটে । সেই ভয়ে তব নিদ্রা
 দহি করি নটে ॥ ইথে যদি হৈয়ে থাকি দোষেতে পুরি
 টে । ভাল মন্দ যাহা হয় করলো নিদিটে ॥

রসবতীর মান ও মানভঞ্জন ও নীলকান্তের স্বদেশ গমন ।

পরার । রসবতী বলে কি বলিব রসরাজ । যখন

ছরিতে তব নাহি হৈল লাক । চাহিলে কি পেতে নাহে
 প্রাণ পুর বঁধু । কেননে নিদিত পদে আইলেহে মধু ।
 যেবাছে নিতান্ত তব চরণ ভাঙ্গিনী । সেকি কভু নাহে ওহে
 মধু পুরাঙ্গিনী ॥ এত দিন ধরে রেখে লক্ষ্মণের কল ।
 এক্ষণেতে বিলক্ষণ পাই তার ফল । স্ববলে করিলে সখা
 স্বকার্য সফল । আমার হইল ফল কেবল বিফল ॥
 এতেক বলিয়া ধনী করি অভিমান । অম্বরেতে সম্বরিয়
 লোক স্ববয়ান ॥ মৌনব্রতে ব্রতী হৈয়ে নমু শিরে রত্ন
 একপ ছেরিয়া রায় শিরে কন ॥ কেন প্রাণ অভিমান
 কর আশা পুতি । অপরাধি হই যদি তব পতি ॥
 যদি তাপে লক্ষুপাপে শুক দণ্ড হয় । বল পুরে দেহে
 প্রাণ কেননেতে রয় ॥ রতি চুরি ছেতু ইথে এত অভি
 মান । তাও ফিরে দেই ফিরে মান তাজ প্রাণ ॥ যাই
 দিলে লহ পুরে পিরীতি রতন । লহ ফিরে লহ বদন
 হৃদয় ॥ লহ প্রাণ তালিকন মুখান্ত পান । দেই ফিরে
 প্রাণ তোরে লহ এই প্রাণ ॥ ইথে যদি অভিমান না
 হয় তূন । দূর তরুরে দণ্ড কর তূন ॥ মন ভোরে বাঁধ
 রাখ যদি কারাগারে । কটাক্ষে গরল দৃষ্টি কব বারে ॥
 লহ দশে দণ্ড দিয়া কুচ গিরি বক্ষে । পদে দেহ পে
 দেবী কে করিতে বক্ষে ॥ ভুজ ভৃঙ্গজম পাশে রাখি
 এবার । কেশ আকর্ষণে কর নিতম্ব পুষার ॥ ইত্যাদি
 কিরায় ক্ষান্ত নাহি হও প্রাণ । অভয় পুদান করি চো
 কের ভ্রাণ ॥ এত বলি ধরে রায় পুরসার পায় । সেকি এ
 বলি ধনী পড়ে পতি পায় ॥ অকল্যাণ হৈল পদর
 দাণ্ড । কেন শুরু শুরু পাপে ফেলিবারে চাপ ॥ ক্ষ
 অপরাধ স্থান দিয়া পদে । কত অপরাধী দাসী আ

পদে ॥ তব সুখা বাক্যে অঙ্গ হৈল হে শীতল। অতি-
 ধাম অনুরাগ গেল রসাতল ॥ এই রূপ রস ভাষে নিশি
 অবসান। অলসে অবশ হোঁছে দিবা নিশা যান ॥ সমস্ত
 পাইয়া তবে হই নিদ্রা ভঙ্গ। আহার বিহারে সঙ্গ অন-
 জের সঙ্গ ॥ এইরূপ কিছু দিন তখান বসিয়া। কদেবে
 গেলেন রস সঞ্চে লয়ে পিয়া ॥ বোড় করে ভূতনাথ
 করে নিবেদন। পতি পুতি দৃঢ় ভক্তি কর ব্রজদাম

সবু পুতের অভাবে ওদীয়াদনার পুণ্যচর
 অতিক্রম।

গদ্য : ইতপূর্বে ঐ ছদ্মবেশী শঙ্খ পুতের পক্ষা
 পুতের মে'হিনী নামে উহার বনিভা। উহার সহিত একাধিক
 কাল বাগানে রহিত হইয়া সার মনে জনের নানাবিধ
 চিন্তা করত একাকিনী দুঃখিনীর ন্যায় থা বসেন। পথে
 দিবারময় হওত নভোমণ্ডলে মণ্ডলাকার সুখের নিকর
 কর প্রকাশে বিরাজমান হইলেন। তদন্তর ঐ গুলবালা
 রজনীকাল কাল সদৃশ জানে ও মদনের পক্ষ করে কোথি
 লের পক্ষপরে ও মন্দ মাক্রও আশ্রয়নে করত থবৎ কল্পিত
 কলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন যে আদ্যকার দিবা কয়ে
 কাটাইলাম কিন্তু নিশা কাটাই নাই হইল। আহার
 যোজন তরনী কাপারী বিহনে বুঝি ঘোর বিবহ সাগরে
 নিমগ্ন হওনের সম্ভাবনা হায়র উপায় কি। যে প্রেম
 পার্বক আপনি এ জগৎ তরনী পরিত্যাগ পুত্রমত কোন
 তরুণ তরণীর কাপারী হইয়াছ, ভাল হওর সুখে থাক
 তাহাতে এদানী সুখী বটে, আহা ভাল থাক ভালবাসি
 প্রত্যাগমন করুণা হইব। এতরূপ হাহাকারে অতি
 রজনী প্রভাতে এক দিন প্রভাতে মনে চিন্তা করিলেন।

এ অবস্থি গুণনিধি এদানীতে ভুলিয়া। কোথায় রহিলেন
 কি কাহার কুহকেই পড়িলেন কি আমিই মনোমত
 নহি ইহা ভাবিয়া মনোমত অঙ্কনা সঙ্গে রতিরঞ্জেট বা
 দাতিলেন তাহা কিছুই বুঝিতে নারি কিছু নারী হইয়াও
 বৈয়িধ পোড়া পোড় মদনের পোড়াতে আর পুড়িতে
 পারিনা। এবলু করে চিত্তাণবে মগ হইয়া আশু উপায়
 স্থির করিলেন যে দামীর নিকট কোন দিবস শ্রুত আছি
 যে স্বীগণেরা উপপতি প্রাপ্তি প্রীতি করিলে অত্যন্ত
 প্রীতি পান এবং উপপতি পতি অপেক্ষা তদিক য়েহ
 প্রকাশ পূর্বক এই উপপত্তী দিগকে বণেখে তাহা বসে।
 এবং সে রমণী স্বকান্ত ভিন্ন অন্য কাহে রতি সম্মুদান
 করেন তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অত্যন্তরূপে সম্মাদন হয়।
 আর সেই পুরুষ ঘৃণ করিলে স্বীগণেরা যেন স্বগ মার্গ দর্শন
 পায়েন। অতএব এই সকল ব্যাপারে যে কি সুখ ব্যাপার
 তাহা জামাত অগোচর। কিন্তু সেই বিরহিণীর পীড়া
 দারিদ্র্য অজ্ঞান কৃতান্ত সম দুর্দান্ত বসন্ত পতি হইতে
 পুতি জামাত গোচর হইল। ইত্যালোচনা করত গৃহ
 ভেঁতে নির্গত হইয়া ইতস্তত অবলোকন করিতে থাকি
 ল। ছেন কালে সন্ধ্যার প্রাককালীন সেই গ্রামের গায়া
 কোটাল খাদিরাম সন্ধ্যার এই পথে গমন করিতেছিল। তখন
 যোহিনী এই কোটাল পুরুষকে দর্শন মাত্রেই ভাবিলেন যে
 কেন আর কালান্ত কালের নায় কন্দর্পের দর্পে প্রাণান্ত
 হই এই কোটাল রত্নকে যত্ন করিলে এই পাপ অরশরে
 অবসর পাইতে পারিব, সুতরাং ইহা ভাবিয়া এই গায়া
 কোটালকে হাসাননে দক্ষিণা উল্লাহ ও বক্স নেত্রে
 চঞ্চল দৃষ্টি করত কহিতেছেন। হাঁগা ঘর শোভার দাদা

কঁকরার আমাদের বাড়ীতে এসনা গা। খুদিরাম কহিলেন কেননা। মোহিনী কহিলেনক ওগো আমার একটি সুখী আছে কোটাল পুত্র কহিলেন ভাল এই থানেই এসনাগা। মোহিনী কহিলেন সে অতি গোপন ব্যক্তি, ইহা বলিয়া ঐ বন্ধাস্যে নগ্ন ভজিতে ইচ্ছিতে রঞ্জেতে স্তনদ্বয় সঙ্গার করিয়া পুনঃ অগ্নরে সঙ্গরন করিল অর্থাৎ দুগল দ্বয় হইতে বস্ত্র হরণ করিয়া আবার আচ্ছাদন করিল। এখন ঐ পীনস্তনীর স্তনদ্বয় খুদিরাম দর্শন মাত্র পাত্র পরিয়া যদন মাদনের মত্ততা পুঙ্খক চলে। চলে এই ক্রম পুরোগে মোহিনী সহিতে কটিতে কাটিতে পুতেশ ইল। পরে মোহিনী অমনি নির্জন পাইয়া নিজ কালকে উঠিয়া কোটাল পুত্র সঙ্গে রঞ্জে ভঞ্জে দূতর ঘাসে পুগাচ আলিঙ্গনে যদন বাণ ছেদনাশ্তে অতি মৃতি কইলেন।

ভাষ্যচৌকর ।

শ্লোক ।

নজীগের মপিয় কশ্চিৎ পুয়োবাপি নবিদ্যতে ।
গাবস্তৃণ বিবারণ্য প্রার্থয়ন্তি নবং নবং ॥
অর্থ । পশ্চিমেরা ইহাই কহিয়াছেন যে ত্রীগণের পুয়ও কেহ নাই, পুয়ও কেহ নাই, যেমন গরু মকল নিতে নব নব ঘাস প্রার্থনা করে সেই রূপ নুতন পুরুষ ত্রীগণের প্রার্থনা করে ।

এবং পুরুষও তদ্রূপ । পশ্চিমেরা কহিয়াছেন ।

শ্লোক ।

নাগ্নি স্প্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদগেশ
নাস্তকঃ সর্দভূতানাং ন পূরসাং বায়লোচনা ॥
অর্থ । কাষ্ঠেতে অনল তপ্ত কভ নাহি হয়। নীচনা

মহীতে জলনিদি তৃপ্ত নয় ॥ পানিতে না হয় তৃপ্ত যতঃ
মহাশয় । পরাঙ্গনা পাপনে পুরুষ তৃপ্ত নয় ॥

এবং এই কবিতার অর্থ জীদিগের প্রতিও তারতম্য
হয় তাহা গম্য হুন্দে মিবহু করিলাম ।

কাঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না
নদস্রু আনিতেও যম তৃপ্ত হয় না পুরুষতে জীলোক
তৃপ্ত হয় না ইত্যাদি ।

শ্লোক ।

সতঃ স্তণাশুরং কীর্তি যুতঞ্চ কালং পতিং রতিলেঃ
সামনং সূতানাং । বিহায় শীঘ্র বনিতা পরং
নরং প্রযাতি হীনং স্তণ জাতি কটপঃ ॥

স্তণাধার কীর্তিমান সুন্দর বরুণ । রতিবিজ্ঞ ধনবান,
তরুণ যৌবন ॥ ছেন পতি তাজি স্তণ কপ জাতি হীনে
অকাতরে রতি দেন সকল জীগণে ॥ অতএব ইত্যাদি ।

পরে এই মোহিনী সারা নিশা নদমোহনসবে মত্তত
হইয়া প্রাতে মৃত্যুবৎ হইয়া খুদিরাম বাবুকে বিদা-
দিলেন । তখন এইটুকু পতিকটুকু শব্দে চটাইবার খুলি-
কটুকু পাদুকার পুনিতে বটুকু বহিষ্কৃত হইয়া দ্রুত-
গমন করিতেই আক্সাদে তানিতেই হাসিতেই ভাবিতে
যে আ এপাড়ার মধ্যে লোচ্ছাত্তো আমি । মোর ক-
স্তণে মেয়ে স্তণো উপর পড়া হয়, রাত্রে কন মজা হ-
গেছে তবু দাঁতে মিসি দিয়ে বাইনি ও নাথা ঘসি-
টেড়ি কাটিনি, আখি চেরিনি, বাহউক মেয়ে নানুব এ-
কথায় বস করিতে পারি । কিন্তু বসখ দেব বোটা এখা
উপরপড়া হলোনি । ভালো যাক দুদিন হতে হতে
হুজা, এখন নৈতুন রসটা দিন কতক খেয়ে নিই ।

এই ভাবিতেই যাইতেই নাকি সুরে একটি টপ্পা গাই-
তছেন সে টপ্পা এই।

তাল খেঁচটা। রাগ চণ্ডাল।

ছোকরার পীরিতি চুকুরী তোরে দেখাবো।

দুটো ধন্য ধরে মানের ঘরে চটপটে ঘা লাগাবো।।

এইরূপ টপ্পাটি গাইতেই বাটী গমন করিলেন অন-
ন্য বজনি যোগে এ কোটাল নাগর সওদাগর নাগরী
আগাবে উপস্থিত হইয়া মাত্রে মোহিনী মহা সখে সুখী
হইয়া কহিল ওহে প্রাণকান্ত এসো তোনার না হেরে
দেখ প্রাণ ছিলনা ওহে তোনার দর্শন করিতেই ওআবার
পালকে প্রাণ ইহা সুনিয়া কোটাল বাবু কহিলেন তুমি
তোনার জন্য ভেবেছ, আমি নাগান, বাগান, আমবা-
গান, কলসের সাটে, টপ। ইহার তাৎপর্য্য এই নব সুবর্তী
পন বহির্দেশে গমন করিয়া সরোবর ভটে গাত্র নাজ্জর
করিতে ছিল তখন ঐ কোটাল বাবু তমিকটস্থ আমো-
দাগরের মধ্যে প্রঞ্জন বেশে থাকিয়া নীর মধ্যে এক লোম্বি
নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিল। এইরূপ বিবিধ আশোত্তরে হাস্য-
ভলে রতি কৌশলে যামিনী প্রভাত হইল ও খুদিরাম
নবুর সেই পর্য্যন্ত বাটী যাওয়া ক্ষান্ত হইল। ক্রমে
নিভায়ে নিভায়ে নেবার উভয়ে নিমুক্ত হইল। অনন্তর
মোহিনীর স্বামী সাধু পুত্র রূপধর দাসী কর্তৃক অপমান
নত অভিযানে কেশ শূণ্য মস্তকে বাসাজ্জাদন পুরস্কার
অর্থাৎ নেড়া মাথায় চাদর বান্ধিয়া প্রিকিং চলিতেছে ন
এবং সুবর্তী কর্তৃক প্রভু সে বধুবানি পরিত্যজ্য ইত্যাদি
দ শ্লোক তাহা মনে চিন্তা করিতেই দিবাবসান সময়ে
গৃহ নিকটস্থ হইয়া তাহাদের হাস্য পরিহাসাদির হাছা

কর অনিয়া বিদ্যায়াপন হইয়া প্রবাসে দ্বারে দৃষ্টিপাশ
করত ক্রোধে গরৎ ধরৎ কমিত কলেবর হইয়া খটিতে
বাজিতে অবেশ করিয়া গৃহের দ্বার খোলা, গৃহেব দ্বার
খোলা, এই বাক্য প্রয়োগে মন্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন
এবং ভাবিলেন যে রাজকন্যা যে যজ্ঞবাণি পরিত্যজা-
নি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফল আমি গুতা-
কই পাইলাম । হায়ঃ আমার ভাব্যা অতি ধৈর্যান্বিত
ছিল কেবল আমার পাগেই পিয়া পালিনী হইল ।
আহা আমি কি কুলাজার জন্মিয়াছিলাম কুলাজার করি-
লাম এইরূপ বহুবিধ খেদোক্তিতে কতশত দীর্ঘ শ্বাস
পরিত্যাগ পুরস্রের অঙ্গার সংসারে গরাধ্রুখ হইয়া দশী
২৫ আপনাকে মানিয়া হে পরমেশ্বরঃ জগদীশ্বর গজেন্দ্র
অনাথ দীন হীনে রক্ষাংকুরু রক্ষাংকুরু ইত্যাদি দূর-
গমন বনগামী হইয়া সাধু সঙ্গ লইলেন ॥

সামু সুতের সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপরোক্ত সম্যক্ বৃত্তা-
ন্তের তাৎপর্য্য এই যে পরজীতে আশ্রিত হইলে স্বস্তীতে
পর পুরুষ ভোগ করে আর পর পুরুষে স্ত্রীগণের অতি
প্রীতি হয় এতাবলাস্ত্রী সন্ধিধে পুন্যব করিলে স্ত্রীগণের
কুলাজার অতিক্রম করেন অর্থাৎ কুপৎগামিনী হইয়া
সার স্ত্রীরূপে বিদ্যারত্নবৎ অতি যত্নে রাখিবন যেহেতু
বিদ্যা পূতাক্ষ ব্যতীত পরজ্ঞ রাখিলে বিপক্ষবৎ হয়েন

অনন্তর ঐ সওদাগরের স্ত্রী উপপতি সহিত অতি
মিকটকে মদনোৎসবে থাকিলেন পরে একদা ঐ খুদি-
তান ঘোড়িনীর গলদেশে হস্ত সংলগ্ন পুরঃসর করিলেন
যে পান আজ মোর পিঠে বেড়ে বড় ইচ্ছা গেছে
মোহিনী করিলেন সপা তার চিন্তা কি এক্ষণে প্রস্তুত করি

হা বলিয়া তূর্ণ তন্তুলাদি তূর্ণ করিয়া সৰু চাউল
 গুলি জালি সঙ্কলি অর্থাৎ আস্কে ও গোয়ুনাদি শুভায়ে
 অর্থাৎ ময়দা প্রভৃতিতে পুরী কচুরী পুপ অর্থাৎ লুচি
 চিতাদি বিবিধ পিঠক পাকান্তে পাক পূর্ণ করিয়া এ
 কোটাল পুস রাবুকে ভোজনার্থে সাদর পুরসসর সম্বোধ
 ন করিতেছেন । এসোহে এসো বলি ও বর্ণচোরা
 মনোচোরা এসোনা শুনিতে কি পাওনা । ইত্যুক্তি শ্রুত
 পাত্র খুদিরাম বাবু আত্মাদে অল্প টলং চলং খলং
 সামান্যে রসিকতা করিলেন । যে মোকে মনি চোরা
 দেয় পাখাল বলিবা মুই পিঠা খাবুনি । মোহিনী
 কহিলেন ছি ছি গ্রাণ একথাও বলে । এসোঃ আমি
 তুমায় তুলং খাওয়াই ইত্যুক্তে সে সকল কথা পাক
 কথা তাহা হস্তে লইয়া খুদিরাম বাবুর বদন বাদন
 করিয়া গুসাপণ করিয়া মাজ খুদিরাম রামঃ শকে ৬৬
 করিয়া ফেলিয়া কহিল । যা যা যা । তুই কি পোলের
 পিঠা খাওয়াচ্ছিরের গন্ধে বাঁতেকনা মায় না মোদের
 মোয়ের কাচ পিঠা গড়া শিখ আস্কে যা ।
 মোদের মোকে জানিস্তো সেই চিনিবাসের মা, বাবু
 মুই বাম দেখে কায়েত বায়ুনের মেয়েরা ধন্যঃ করে
 দাবার শিখ বায় । মোহিনী এই সকল উক্তি শুনিয়া ঘৃণাক
 র্তীত সে সকল পিঠক তাহা থালা ভরিয়া খুদিরাম বাবুর
 সম্মুখে রাখিয়া কহিল । এইবার খাও দেখি গ্রাণ । খুদি
 রাম বাবু কহিলেন মোকে তুলং দে মুই হাঁ করি কিছু
 এই ভোর কোলে মুখে পাবো লাচ্ছ । তাই ভাল বলিয়া
 মোহিনী এই কোটাল পুসকে কোলে দোয়াইয়া পিঠক

খান্নাইতে লাগিল। পরে কোটাল বাবুরসিকতা করি-
 সেন। হা হা মুই বেন হশোনার কোলে কুসং দোলে
 মোহিনী কহিলেন ছিছি আন অমন কথা কি বলিতেআছে
 খুদিরাম কহিল তুই বড় কানিস ভাল মানুষেরা ঠাকুর
 দেবতার কথা নইলে ঠাট্টা ভাষা করা না, তোমার
 মুখ দেখেই শুধু পেরান, পেরান, পেরান। এই কপ-
 রস ভাষে ক্ষুধা নাশে পিষ্টক খুৎসন করিয়া আঁচমনাতে
 পচা ক্ষাপরি উপবিত্তে পুরসের কামদেবের ছমের ধূমে
 বসে ভঞ্জে বাসেগেগে নিপুণ হইলেন। গারে একদা দিব
 রসান সময়ে পবনের গমনাভাবে শুকতর গুঁসা প্রযুক্ত
 খুদিরাম বাবুকে মোহিনী কহিলেন যে আন সগা প্রা-
 য়াণ ভার বায়ু বিনে আয়ঃ শেক প্রভে দেবিত্তেছি কঁকর
 ক্ষপাযক্তি খুদিরাম বাবু কহিলেন তার চিত্ত বি-
 ভ্রান্ত উপর চল। মোহিনী কহিলেন চাতে যাইবার
 মিতি নাই কি প্রকারে চাতে যাইতে পারি। খুদিরাম
 কহিলেন আচ্ছা আমি ফিকির করিতেছি। ইত্য-
 রূপ সংযোগে এক ফিচ্চা বপন করিয়া অথাৎ শি-
 খুরা দাস রমনীকে ডাঙাতে বসাইয়া আপনি কো-
 উদ্যে আমদোপরি আরোহণপূর্বক উক্ত শিকার মহা-
 মোহিনীকে উত্তোলন করিয়া আনন্দে রাত বিহা-
 প্রবর্ত হইলেন। পরে আরোহণ কালীন ভারপ্রযুক্ত
 উক্ত মূর্তি বৃদ্ধ ন, হইয়া খুদিরাম বাবু পুণঃ গতি-
 প্রাপ্ত সন্দেহ দিয়া গিনে আসিয়া কহিল। ছেদে দে-
 খাও এই শিকারিতে বসে আমি নীচের থেকে শিবে
 গিয়া পনিটা টানি তা নৈলে আর অন্য উপায় নাই
 মোহিনী কহিলেন সে কি গাণ ইহাতে যে প্রাণ ছাঃ

২। খুদিরাম বাবু কহিলেন দূর হুই বড় কানিস দাঁড়
 খা কত পাতকোয়ার ঘাটী ভোলা হর আর একঘাটা
 সনা নেং শিকের চাপ । মোহিনী এই মন কণ কোটা
 হর বাক্যে বিশ্বস্ত হইরা বৎসনাৎ শিকারোহন করি ব
 বিক্রমঃ পরাভরণে পতীত নাহে দয়, পাতক ভরণ
 মন করিলেন । অতঃ জন্মশ্রুতি বারা তদন্তে বাক
 নে খুদিরাম বাবুর প্রানদণ্ড হইল । অনন্তর অকাল
 হী হইল যেমন কর্তা তেমন ফল অদশাই মো, ক
 হেনা । তথাচোক্তা ।

শ্লোক ।

ত্রিভবসৈ দ্বিবিমাসৈ স্তিভিঃ পটেক স্ত্রীভিঃ
 কতুঃকটীঃ পাপ পনোরি ইহব কল মনুভো ।
 জঘ । পশ্চিভ কলক তাহ, কণিভ পাড়ে অদিক
 পাপ কি পূণ্য তাহা কতকি যে কল তাহ তিন দিবা
 তিন পক্ষে বা তিন মাসে অথবা তিন বৎসরেতেই
 প্রাপ্ত হয় ।

গীত । রাগিনী ঝিঝিট, ভাল হেকা ।

রমণী রমণে যদি এত সযতন, মনো ।

চেতন কপা রমণীরে কর আনিজনা ।

কামিনী বন্ধুত ফলে, লইবারে কর তপে, মদ, তপ
 পদতপে, কেনরে লুতন । তঃরে বিফল ফলে, লোভি
 দেরে চারি ফলে, চলরে সতসু মলে, করিতে রমণ ।

বিচ্ছেদের অবাকারে, কিব সখ প্রেমকটে, কেমন
 আরেং, হুই জ্বালাওন । তাই হোরে বলি আমি, সেই
 প্রেম হুই প্রেমী, বিচ্ছেদের ছেদ সখা হুই সর্লক্ষণ ।

নীলকান্ত রসবতীর তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভেদে প্রবর্ত্ত।

গদ্য। এখানে নীলকান্ত স্বীয় রাজ্যে রসবতী সহিত কাল যাপন করত একদা রজ্জনী যোগে স্বদারা সমভি ব্যাহারে বিহারার্থে বাটীর পাশ্বে বসী কুলমাটবীতে গুপ্ত হইলেন। পরে তথা মন্দ্য মারুৎ আলিঙ্গনে বিবিধ পুষ্পের গন্ধে ও মানা জাতি পক্ষির ধ্বনিতে স্বপ্নাকরের সুধাসিক্ত জ্যোতিতে উভয়ে ফুলধনুর শরা দার হইয়া রতি প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ায় মনোভিনিবেশ করত নীলকান্ত স্বীয় প্রেয়সী প্রতি প্রশ্ন প্রস্তাব করিলেন যে হে পিনহুনি নিম্নলিখিত সূচক চক্রমুখি এই ধর্মশালী ন্যাসনে মানবগণের জন্ম গৃহণ করিয়া কর্তব্য কি তাহ প্রাচার প্রকাশ করিয়া কহ দেখি। রসবতী কহিলে যে সদয়নাথ আপনার ত্রিপদপঙ্ক্তির অনুগৃহণে ও অধিনীর বক্রপ শিক্ষা তক্রপানুসারে নিবেদন করিতে হইবে। হে প্রিয় হে কান্ত শ্রবণে শ্রবণপাত করুন। মানবগণের কর্তব্য এই যে প্রথমে বিদ্যাধ্যয়ন করিত হিতায়ে ধনার্জন করিবেক, তৃতীয়ে সেই ধন দ্বারা ধর্মার্জন করিবেন ইহাতে চতুর্থে চত্বর্গ প্রাপ্তে পরমাত্মার পরম পূনঃ পরম্পর পরমেশ্বর সত্য করিতে পারিবেন ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত হওনের সম্ভাবনা।

তথ্যচৌক। শ্লোক।

প্রথমে নার্জিতং বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধন

তৃতীয়ে নার্জিতং পুণ্য চতুর্থে কিং করিব্যতি ॥

এতক্রপে দমতির বিবিধ প্রকার প্রশ্নোত্তর হইল থাকিল পরে সেই উদ্যানের প্রান্তভাগে কোন পর

মতীন্দ্র সুখানিধী ।

৫৭

দৈন্য বজুতা উছারা শ্রবণ করিয়া তৎপথ গমনেচ্ছুক
দ্বিতীয় কাল যাপনে নৈপুণ্য ছইলেন :

পেরমহংসের বজুতা যাছা দল্লতিবা শ্রবণ করিলা ।

আসি তবু ।

দ্বিপদী । জীবিত ভব কিবা ভ্রম, কব কিবা পারিশ্রম
নব বিক্রম প্রতিভাছ । ক্রমেই তব ক্রমে, গানে কাল
ন ক্রমে, তারোপায় কিবা করিয়াছ । পরিজনগণ
২. পরিহাস করি রঞ্জে পরিণাম আছ পরিচরিত ।
৩. মও হবি, জ্ঞানমগলয় হবি, তার চিত্তা কে লই-
করি । কবে বিচয়ের গন্ধ, বিষয় করিলে গন্ধ
৪. চতেছ দমন পবে । অন্তঃকালে দিবা কর, তখন কি
৫. দিবা কর, দিবা কর নন্দনের করে । বাস সারাবরে তব,
৬. তেছে জনরব, আয়ুর্বাতি শোকে শুড় করি । জল
৭. জ সাশয়, হৈল সেন মহাশয়, করে মায়া প্রাণ মণি
৮. বাসি বিনা চতুর্দল, প্রভুটি সহস্র দল, কল
৯. ধাবে সখ হাবে । কমল ছইলে কল হাঙ্গরি কাসান
১০. হংসের বিহনে পুংস পাবে । অতএব কন জীব
১১. পি হবে সজীব, যাচেতনে সচেতন কর । চৈতন্য
১২. হৈতে, শুড় করি জাতকেনে, সারিতে নারিবে
১৩. তে কর । উদক ছইলে সঞ্চে, স্নমজল ভব পক্ষে,
১৪. পক্ষে সুদিন ঘটবে । মায়া জাল করি ছিন্ন, যেতি
১৫. য় ভিন্ন, সদানন্দে তেলী আরতিবে । কুপ পূর্ণ
১৬. বি কলে, কমেতে সহস্র দলে, হংস গিয়া ছইবে প্রবে-
১৭. । সেইকালে সনি তারে, রাখিয়া মনি মন্দিরে, দিন
১৮. মে ভাবিবে দিনেশ । শুড়চক্র করি ভেদ, শুড়চক্রে
১৯. কোদ, তাকেছ আশায় বত হত । সদা শরণ মন

করার নিদিধ্যাসন, নিতাই অনুষ্ঠানে রঙ ॥ অর্গী
এই সংসার, সার মাত্র সারাৎসার, পরাৎপর যা
হন নিতা । থাকিয়া অতি নির্জনে, ভাব সেই নিরাঙ্কুর
সত্য হইতে পারে সত্য ॥ বেদাদি বড় দর্শনে, র
সেই অনুেষণে, ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যত মুনি । ক
সদা ভব চিন্তে, ভাবিয়া একান্ত চিন্তে, অচিন্তিত হ
চিন্তামণি । জানাতীত জানাতীত, বর্ণাতীত শরাতীত
দর্শাতীত আদি দৃষ্টাতীত । তথাচ যে সর্বব্যাপ
জনপ্রতি সর্ব ব্যাপী, অতি বাক্যে ভগত প্রতীত
চইয়ে বিবেক নাস্তি, কেন কর নাহির, অস্তু বল না
নচ কর সজ্ঞন পালন নয়, যাহার ইচ্ছায় হয়, নি
কর নিতা সেই বিড় । উদ্ভিজ্য আর ঘেদজ, অক
আন বনক, ভুতগান হয়ে অচেতন । মনুজ্ঞান
নচে, গতি কবে পদব্রজে, চেতন চইতে সচেতন
কর সজাব উদ্ভিজ্য, চেতন চইতে বীয়া, তথাচ গ
বিহীন হন । ওকপ নাস্তিক গণ, গতিহীন হইয়ে রন, এ
তন প্রাতিতে অচেতন ॥ অতএব চার বাক, কেবল অ
বাক, বাক ধরে অবাক কি ফল । তাজ বন্দ নিরান
এ যে কচ্চিদানন্দ, কেন কাল হরিছ বিফল ॥ ১৭
অদ্বিতায় স্বন নিষ্করণ কিন্তু ত্রিগুণ, সর্বভূতে চতু
দিতে । সেই পুরুষ প্রধান, সর্ব জীবের নিধান, বি
দিলেন বেদাদিতে ॥ যদি ভাব সেইজন, চতুর্ভুজ না
রন, কিয়া তিনি গজানন হন । কিয়া তিনি সত্য
কিয়া তিনি পঞ্চানন, কিয়া তাঁর চতুর্থ আনন ॥ ১৮
তাঁর নাস্তি ভুজ, কিয়া তিনি বড় ভুজ, কিয়া তিনি
অষ্ট ভুজ । কিয়া তিনি দ্বয় ভুজ, কিয়া তিনি দশভু

কিছা তিনি অষ্টাদশ ভুজা ॥ কিছা তিনি জলাকার,
 কিছা অগ্নি অবতার, কিছা বায়ুঃ কিছাই বা বম । কিছা
 তিনি জ্যোতির্ময়, কিছা কাষ্ঠে লোটে হয়, কিছা শীলা
 হাবর জঙ্ঘম ॥ তবে শুন প্রত্যাভর, উতাদি হইলে পর,
 নিত্যস্থ থাকেনা সেই নিতে । সাকার হইলে কার, অবশ্য
 নাসেরে পায়, বিনাশ বর্তায় তবে সতে ॥ অতএব এ
 বচন, অঙ্কের হস্তি দর্শন, অষ্টম নায়ের ন্যায় ন্যায় ।
 কেন হও জ্ঞান হস্তা, কেশেতে ধরে মিস্ত্রতা, মনে কর উক্ত
 মীমাংসায় । আর ইথে কর এক, দশম নায়ের বাক্য,
 মীমাংসায় অতি বিচক্ষণ । যাঁহে আশ্র প্রাক্তিগণ, পেয়ে
 ছিল আশ্রয়ন, ভাব সেই মীমাংসা একগ ॥ তাহু
 যে ষাটম, তাকর এবিদেশ, উদয়গা দেশে আগুয় লও ।
 দুর্জবে সর্ক সন্ধিগ, আশ্রিতে হইবে সন্ধি, কেন মায়া
 মুখে দষ্ট হও ॥ ভাব সে পদার্থ পদ, অবশ্য পাবে
 সন্ধি, গোপদ ভবের সন্ধি হবেন নিষ্পদ কালের গল
 বিপদ হবে সগদ, পদেই মোক্ষ পদ লবে ॥ পরম
 পরমানন্দে, পাইলে পরমানন্দে, সন্ধি হুচে হইবেরে উক্ত ।
 অকান তিমির পাশ, অচিরে হইবে নাশ, প্রকাশ হইলে
 জ্ঞানচন্দ্র ॥ অতএব সকলজন, ভাব সেই নিরাঞ্জন, আদ্য
 অন্তীন বিনি হন । সার কৃপাবলোকনে, কটাদি যনুয
 গণে, আচার বিহারে সুখে বন ॥ দেখহ ততি কঠোরে,
 লাগী আগির জঠবে, পায়ে কত দঠর যন্ত্রণা । ভানি
 সেই নিরাঞ্জন, দেখে এই ত্রিভুবন, ক্রমে হয় ম'ফা
 সংঘটন ॥ নিরামিত আশ্র যত, প্রতিকূপ হয় হত,
 স্নেহে বলে হৈল এত আশ্র । সুখে বঞ্চে দিন দিন, নাহি
 ভাবে সেই দিন, যে দিনে পলাবে আগবাধু ॥ হেরিয়ে

শ্রীমদ্রাধনা, মনে তার আমি মন্য, মান্য গণ্য হই
 সর্বক্ষণ । কিন্তু তোরে হেরি দৈনা, আহা! তোমার
 জন্য, যোগীন সর্বদা সেই জন ॥ গর্বে করিয়া স্থাপিত,
 ক্রমে করে জড়াক্ষিত, কিবা তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাপার ।
 দেখে সর্ব প্রাণী, ভূমিষ্ঠ না হৈতে প্রাণী, পয়োধরে
 খেয়ে পয়োপার ॥ আর দেখে লক্ষ্য, অক্ষর হইতে
 বক্ষ, তাহে পুনঃ শাখা দেখা যায় । ক্রমেতে হৈয়ে
 মুকল, কত শত ধরে ফুল, পরে ফল ফলে মত তার ।
 পরে সেই প্রতি ফল, পাইবারে প্রতি ফল, অক্ষর
 করয়ে উৎপাদন । এইরূপ ফের ফার, কপার হইতে
 ার, সেই জন্ম জগত কারণ ॥ আমি করি আমি হই,
 হই বাক্যে হই, করে তেন লভিছ যন্ত্রণা । লয়ে বেদে
 বিধান আপনারে মন্ত্র জ্ঞান, করে সেই যন্ত্রিরে ভাব-
 না ॥ যদি দণ্ড কর মনে, আমার নিয়োগ বিনে, ক্রিয়া
 নাহি হয় সমাপন : কিন্তু ওরে মত মন, যে তব নিয়োগী
 হন, যুক্তি সত্তা তাঁর অনুষণ ॥ সদা গ্রীবে সমভাব,
 যাবা ভাবে তাঁরে ভাব, অভাব হৈতেছ তেন ভাবে ।
 বাত্রে পরিবর্তে, কত বা ভূমিরে মতে, তত্ত্ব বিনে
 তত্ত্ব নাহি পাবে ॥ পরি হর অহঙ্কার, তেবে দেখে
 কেবাকার, কোথা হৈতে এসে কোথা যায় । হইয়ে
 যায় বক্ষ, সকলের হয় বাপা, অবশেষে কান্দিয়া কান্দা-
 য় ॥ দেখে সেই কিবা কাল, যেকালে ঘটিবে কাল, তখন
 কিকাল বাজ হবে । পড়িয়া থাকিবে সব, পড়িয়া
 থাকিবে সব, তাজিবেক আশ্র বক্ষ হবে ॥ যখন আসিবে
 তার, কোণার থাকিবে তার, যারা তব অতি প্রিয়
 তার - হইবেরে তার হারা, তারায় মিলাবে তার

সাই বলি তাঁর চিন্তাকর ॥ যথা বৃদ্ধি তথা হীন, কল্পি-
 ত অরশ্য নাশ, কতু নহে বিনাশ বর্জিত । কণ্ডু কুর
 বন, সম পাত্রের জীবন, জীবনের বিষ্ম প্রায় স্থিত ॥
 দ্বারে অস্থিত দেহ, স্থিতা স্থিত কল্প দেহ, পাথের
 রের উপস্থিত । যেতে হবে সেই গ্রাম, যে গ্রামে
 রম ধাম, হৈবে যবে এ গ্রাম বঞ্চিত ॥ অতএব সার-
 ান, যতক্ষণ আছে জ্ঞান, কর বৈরাগ্য অভ্যাস । বিনে
 নরাধমন, সদ্ধা সুখী হবে মন, তাজ দম্ব মোহ উপ-
 াস ॥ যদি এই উপদেশ, মনেতে করিয়া ধ্বষ,
 তৎকালে আদেশ লভিবে । হনে কষ্ট নানা কপ, স্রী
 এর স্তন কপ, কোন স্থানে নিস্তার না পাবে ॥ দেখ
 ই মনগিরি, অগ্নে হৈয়ে বিন্দুগিরি, অহঙ্কারে পরি-
 ত জ্ঞান । তুমি পায় অর্গোপরি, হইয়ে সূর্য্যের অরি, গতি
 ক করণাকাজক্ষায় ॥ পরে দেখ দপহারি, অগ্নহইয়ে
 রি, গর্জ বর্জ করিল অচির । পায়ে স্তন অভিমান,
 জায় পলায়ে যান, সরোবর নীরে ধিরে ॥ আশ্রয় পায়
 দক হইল পদ্য কোরক, তথায় দেখে চমৎকার ।
 ারি ভোপে দিবাকর, প্রকাশিয়া ধরকর, হৃদয় বিদীর্ণ
 র তার ॥ তাতে পান দর্পচারি, মৃগকের মূর্তি বরি,
 কড়ি সব খণ্ড করে । দুকর দেখির, স্তন, মনে করিল
 চপ্তন, আর থাকা নহে সরোবরে ॥ অতি নীচ জলা-
 য, নীচের করে আশ্রয়, দেক করে ভেক মলক্ষণ । নীচ
 ান হৈলে বাস, অবশ্য ভদ্রত্ব নাশ, উক্ত আছে পণ্ডিত
 ণ ॥ অতএব নীচাশ্রয়, পরিত্যাগ যোগ্য হয়, উপ-
 ক উচ্চের আশ্রয় । এতক ভাবি অচিরে, আরোহিয়া
 দি শিরে, স্তনকুম্ব করি কুম্ব হয় ॥ কিহু তথা সেই

সূর্য্যঃ প্রকাশিয়া স্বীয় বীর্ষ্য, করি কুহকরে জ্বালাতন
দর্পহারি পুনরায়, হস্তিপান চেয়ে তায়, কঙ্ক শ প্রহাণ
মহিষ্ণ ॥ করি শিরে জ্বালাতন, চেয়ে ভারিলেন শুঃ
হৃদয় পাঠিব কোথায়। মথার গগন করি, মঞ্চে মন্দ
অবি. পারসে হেরি অনুপায় ॥ এত ভাবি কুচরু.
ডাঙা করি কবি কুভু, নারী বন্ধে করিল গমন। কথায়
পুঙ্খ কর, চেয়ে সেই দিবাকর, অরি ভাবে করয়ে মদ
ন। দর্পহারি পুনরায়, চেয়ে অরোধ কুমার
দংশন করয়ে মদা দন্তে। অতএব অচাকার
করিলে নাহি নিম্ভার, অবশ্য ভোগিবে আদ্য অন্তে
ভাই বলি রাজ বঙ্গ, করসে সাধু মঙ্গ, অনির্বচনীয়
ভিঙ্ক। কহে দিন দিন, তাহাতে হইলে লীন, অর
নির্ব্যাহ চেয়ে অন্তে। পুনঃ এই ভবে, আর না থাকিবে
হবে. আর না করিতে হবে দন্দ। আর না থাকিবে জা
আর না থাকিবে রাস, আর না থাকিবে নিরানন্দ
আর না থাকিবে বাস, আর না থাকিবে শাস, আর
থাকিবে অহঙ্কার। আর না থাকিবে ক্রেশ, আর
থাকিবে শ্লেস, আর না থাকিবে পারাপার ॥ আর
থাকিবে জাস্ত, আর না থাকিবে শাস্ত, আর না থাকি
দাহানল। আর না থাকিবে লোভ, আর না থাকি
ক্লোভ, আর না থাকিবে চলাচল ॥ অবশ্য নিশি
চবে, অবশ্য নিশিচল পাবে, চিস্তে চেয়ে এক দি
কেন কালের অধীন, চেয়ে ভাব দিন দিন, করসে
নের তন্তু ॥

গীতা। রাগিনী সুরট যোজার। তাল মিনে তেতাল
অধীনে থাকিবে কত আর। মনঃ আদার ॥

কত ক'র দিবে বারে বার, তবে সাধান হইতে সাধ
সে নাকি হোয়ারি ।

কল্য মন বিবেকাত করে সেনাপতি । সমর তরঙ্গে
নিজ শক্তি বধে সার্থি । তবে বিপুলেশ দুঃখ সঙ্কতি,
কল্যেত পাইবে রাজ্য নিজ অধীকার ।

কত রাজিলা রাজ্যস্বর্বি । ভাল হও
কল্যেত দাসত্ব নিতর্কনে, ভাব যেই নিকার নিদি
সেই নিতর্ক ।

কত রাজ্য তসময়, তবে এতে দেখি সমুদয়, প্রকা
সেই নিতর্ক, নচেতন কর যেতেন ।

চলি প্রথমে দলগে ।



শুদ্ধি পত্র ।

পত্র ।	পংক্তি ।	অশুদ্ধি ।	শুদ্ধি ।
১৪	১৮	নিষ্কারণ	নিঃসরণ
১৮	৮	বিস্মাশে	বিশ্বাসে
২০	২২	এবাসে	এ বাসে
১০	১১	কণ্ঠের	কণ্ঠেব
১১	১৩	সচেতন	সচেতন
২১	২১	বিক	বিক
২২	৮	উরুপারে	উরুপারে
২৩	১	অনন্তসঙ্গে	অনন্তসঙ্গে
২৪	২১	করিয়	কইয়া
২৫	২৩	উৎস	উৎস
২৬	৮	মুগ্ধ	মুগ্ধ
২৭	১	গুহ	গুহ
২৮	১৪	বিকল	বিকল
২৯	৩	দস্তাবেজ	দস্তাবেজ
৩০	১২	দস্তাবেজ	দস্তাবেজ
৩১	২১	অসম্পূর্ণ	অসম্পূর্ণ
৩২	১২	স্বাস	স্বাস
৩৩	১০	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ
৩৪	১৩	শূল	শূল
৩৫	২২	নয়নানন্দ	নয়নানন্দ
৩৬	৬	পরিবার	পরিবার
৩৭	১৪	নয়	নয়
৩৮	১২	পলস	পলস

शुद्धि पत्र :

পত্র । পংক্তি ।

अनुसू

২৫ . তাজি যুগমদ বৃত্ত, যুগমদে করি তৎ.
বসালি করলো বসবত।

দুষ্কিৰিষ দ্বিৰে জিহে, কৰাও হে দিষ জিহে,
নেত্ৰেৰ বিকাৰ বন্ধি জাতি ।

可也。

কেন মনে পড়ে যাবে মগ যদে করে তব
বহান কহিলো রসবতী।

পুনর্জন্মি এছাড়া আরও, করি আমি বিব পণ্য
নেত্রের চিকার বন্ধি ক্ষতি ॥

